বিশেষ সংখ্যা
বাবা দিবস

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২১ ◆ ১৮ - ২৪ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

- ভালোবাসার অপর নাম বাবা
- বাবার কাছে খোলা চিঠি
- দীক্ষাগুরু সাধু যোহন

বাবা সন্তানের সম্পর্ক

পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

তোমার জন্ম, তোমার কর্ম ও তোমার মৃত্যু সব কিছুই প্রেমময় ঈশ্বর স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলেছেন আমাদের সবার অন্তরে। যিশুর দৃশ্যমান প্রতিনিধি হয়ে যাজকত্ব বরণের মধ্যদিয়ে একজন বাণী প্রচারক হিসেবে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছিলে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে। যিশুর ও ভক্তদের প্রতি তুমি যে অপরিসীম ভালোবাসার নিদর্শন রেখে গিয়েছ তা আজ আমরা আমাদের পরিবারে তোমার অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তোমার ঐশরাজ্যে চিরকালীন যাত্রায় আজ পাঁচটি বছর হয়ে গেল। তোমার বিদায় বেলায় তোমার কষ্টগাঁথা জীবনের কথা আমরা কোনদিন ভুলবো না। তোমার ধৈর্য, তোমার প্রার্থনা, তোমার শক্তি ও সাহসিকতার মনোবল, তোমার প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালেবাসা ও সবার সম্মিলিত প্রার্থনার গুণে তোমার শেষের দিনগুলোতে তোমাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যা সত্যিই আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আমরা প্রার্থনা করি, প্রভু যিশু যেন স্বর্গরাজ্যেও তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তোমায় স্থান দেন। আমাদের জন্যেও ঈশ্বরের প্রেমাশীর্বাদ বর্ষণ করো যেন বাকি জীবন পরিবার, সমাজ এবং মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভালোবাসাপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করে যেতে পারি।

তোমারই স্মরণে আজ শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার অন্তরে প্রভু যিশুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি এবং মণ্ডলীর প্রতি জানাই পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রয়াত ফাদার শ্যামল লরেন্স রেগো
জন্ম: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
যাজক অভিষেক: ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় রজত জয়ন্তী: ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২০ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

পরিবারবর্গ
গ্রাম : ভুরুলিয়া, পো:অ: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

বিজ্ঞ/২৩৩/২৩

ফাদার পিটার রেমা ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের একজন প্রবীণ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক। যিনি তাঁর যাজকীয় জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের প্রাক্কালে প্রকাশ করেছেন **Learning Mandi** নামক উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বইটি। ২৩৫ পৃষ্ঠার বইটিতে রয়েছে মোট ২৫টি অধ্যায়।

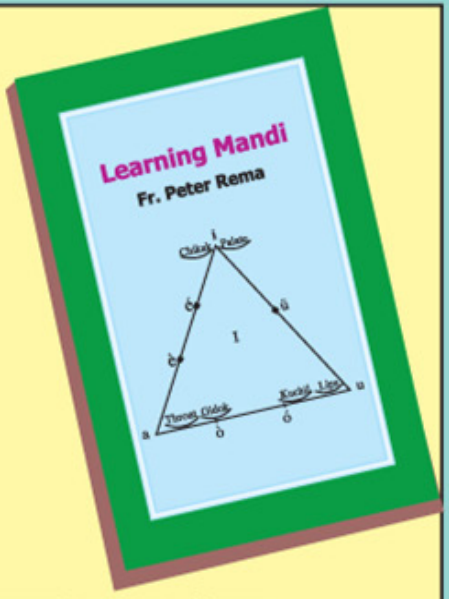

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি রীতি অনুসরণ করে সকলের জন্য উপযোগী করেই এই বইটি রচনা করা হয়েছে। তবে ব্যাকরণভিত্তিক হওয়াতে যারা মান্দি ভাষা শিখতে চান তাদের জন্য খুবই উপকারী হবে বইটি। এছাড়াও যেসকল মান্দি সন্তানেরা নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়েছেন তারাও নিজেদের ভাষার উপর দক্ষতা অর্জনে এই বইটি ব্যবহার করতে পারবেন।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা অন্তরে ধারণ করে ফাদার পিটার রেমা আপন জাতি- গোষ্ঠী মান্দিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ভাষা বিকাশকল্পে ধর্মীয় ভাবধারায় কাজ করে চলেছেন অনেক আগে থেকেই। তার প্রথম বই Mandi Kunam প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে শিলং থেকে। ৪০ বছর পর তার ২য় বই Learning Mandi প্রকাশ পেয়েছে প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। ইংরেজি বর্ণে লেখা এই বইটি সহজবোধ্য।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ২১
১৮ - ২৪ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
০৪ - ১০ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বাবার পাশে থাকা তাকে ভালো রাখা

মা দিবসের আদলে বাবা দিবসও বর্তমান বিশ্বে বেশ ঘটা করেই পালন করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও বাবা দিবস উদ্‌যাপনে বেশ আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্ব বাবা দিবস পালিত হয়। আর এ বছর তা পালিত হবে ১৮ জুন। বাবার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বাবা দিবসটি উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। অস্ফুট স্বরে শিশু যখন বা আ বা বাবা বলে ঝাপিয়ে পড়ে পিতার কোলে তখন বাবার পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে ওঠে। তাই পৃথিবীর ছোট ও মধুর ডাকগুলির মধ্যে বাবা অন্যতম। এই শব্দটির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ভালোবাসা, নির্ভরতা আর ভরসার ছায়া মা এর পাশাপাশি বাবাও যে সন্তানের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ এ ধারণা ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। খুব শিশুকাল থেকেই আসলে শুরু হয় বাবা ও সন্তানের ভালোবাসার সম্পর্ক। একজন প্রকৃত সন্তান হিসেবে এই দিবসকে যথার্থভাবে পালন করে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ করা উচিত।

পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সবসময়ই পবিত্র কাজ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থও পিতা-মাতার প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা দেখানো ও তাদের যত্ন দানের কথা বলে থাকে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়, পিতা-মাতার সকল বৈধ আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য ফরজ। কারণ তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য স্বর্গ লাভের উপায়। পবিত্র বাইবেলের বেনসিরাখ গ্রন্থের ২:৮ পদে বলা হয়েছে, তোমার কথায়-কাজে তোমার পিতাকে সম্মান কর, যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে। আসলে বাবা মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তো স্বয়ং স্রষ্টারই ইচ্ছা, তাঁরই আদেশ এবং সর্বজাতির জন্য সর্বমঙ্গলময় একটি নির্দেশনা। খ্রিস্টধর্মে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বাবা বলে ডেকে বাবাদের স্থানটিকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। ঈশ্বর যিনি আমাদের স্বর্গস্থ পিতা তিনি প্রেমে ভরপুর। তিনি এই জগতে তাঁর সকল সন্তানদের ভালোবাসেন ও যত্ন নেন। পিতাদের আদর্শ স্বর্গস্থ পিতা জগতের পিতাদের আহ্বান করেন নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় ও যত্নদানে নিজ নিজ সন্তানদেরকে তাঁর ইচ্ছাতে পরিচালিত করতে। যিশুর পালক পিতা সাধু যোসেফ স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যথাযথভাবে পালনের মধ্যদিয়ে আদর্শ পিতা হয়ে ওঠেছেন। যিনি সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিয়েই নিজের সকল স্বার্থ, আরাম আয়েশ, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে ধন্যা কুমারী মারীয়া ও তার পুত্র যিশুর প্রতি সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। নিজ জীবন সাক্ষ্য দিয়ে যিশুকে ধার্মিকতা, বিশ্বস্থতা, ন্যায্যতা, বাধ্যতার পথে চলতে ও পরিশ্রমী হতে শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রাত্যহিক জীবনে অনেক বাবাই সন্তানদের খুশির জন্য ও পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য নিজের আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভালোলাগা ও ভালোবাসা বিসর্জন দিয়ে অমানষিক পরিশ্রম করে নিজেকে উৎসর্গ করছেন। তাই পরিবারে তথা প্রত্যেক সন্তানের জীবনে বাবার তুলনা চলে সুবিশাল বটবৃক্ষের সাথে; যিনি শত সহস্র ঝড়-ঝঞ্জা নীরবে সয়ে পরিবার আগলে রাখেন; সন্তানদের অতি ক্ষুদ্র আঘাত কিংবা কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে সদা বদ্ধপরিকর থাকেন। নিরলস পরিশ্রম করে, নিজের দেহের রক্ত পানি করে সন্তানের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত এঁকে দিয়ে যান, নিজে ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে সন্তানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা দান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ যিনি, তিনি বাবা। বাবা দিবস সেই ভালোবাসাময় বাবার প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। বর্তমান সময়ে আর্থিক নিশ্চয়তার সাথে সাথে পিতার সঙ্গদানও সন্তানেরা ভীষণভাবে প্রত্যাশা করে। তবে সন্তানদেরকে বুঝতে হবে, বাস্তবসম্মত কারণেই বাবা কাছে না থাকলেও তার ভালোবাসা সবসময়ই তাদেরকে সঙ্গ দেয়। যেকোন প্রয়োজনে বাবা যেমনি সন্তানের নির্ভরতা ও ভরসা তেমনি সন্তানও যেন বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সদা তৎপর হয়।

পৃথিবী আজ অনেকখানি বদলে গেছে। ভেঙ্গে পড়েছে পারিবারিক বন্ধন। যে মানুষটির আঙ্গুল ধরে সন্তানের প্রথম হাঁটতে শেখা, বৃদ্ধ বয়সে সেই বাবার স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে। অসুস্থ শরীরের ক্লান্তিকে পাত্তা না দিয়ে যে বাবা ছুটে চলেছিলেন সন্তানের মুখে হাসি ফুটাতে বৃদ্ধ বয়সে সেই বাবাকেই থাকতে হয় ঘরের অন্ধকার কোণে। সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়াসের প্রতি উদাসীন বাবা যেন বৃদ্ধ বয়সে সন্তানদের উদাসীনতা ও উপেক্ষার শিকার না হন। বাবা দিবসে প্রত্যেক সন্তানের মনে এই শুভবোধ জাগ্রত হোক 'বাবার পাশে থাকবো, তাকে ভালো রাখবো'। সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে চলুন মন থেকে বলি- বাবা, তোমায় বড্ড ভালবাসি। কোন কারণে আমার আচরণে আঘাত পেলে ক্ষমা করো।

বাবা দিবসে নিজেদের বাবাকে (জীবিত/মৃত) পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করি। প্রত্যেক বাবাকেই পরম পিতা সুস্থ, সুন্দর, পবিত্র রাখুক। †

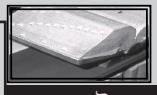

তাই ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যক্ষেতে কর্মী পাঠান। – *মথি ৯:৩৮।*

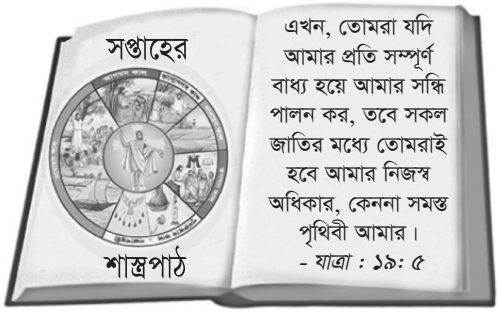

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ - ২৪ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৮ জুন, রবিবার
যাত্রা ১৯: ২-৬ক, সাম ৯৯: ২,৩,৫, রোম ৫: ৬-১১, মথি ৯: ৩৬ -- ১০: ৮

১৯ জুন, সোমবার
সাধু রোমল্ড, মঠাধ্যক্ষ
২ করি ৬: ১-১০, সাম ৯৮: ১-৪, মথি ৫: ৩৮-৪২

২০ জুন, মঙ্গলবার
২ করি ৮: ১-৯, সাম ১৪৬: ১-২, ৫-৯খ, মথি ৫: ৪৩-৪৮

২১ জুন, বুধবার
সাধু আলইসিউস গঞ্জাগা, সন্ন্যাসব্রতী, *স্মরণ দিবস*
২ করি ৯: ৬-১১, সাম ১১১: ১-৪, ৯, মথি ৬: ১-৬, ১৬-১৮

২২ জুন, বৃহস্পতিবার
নোলার সাধু পলিনুস, বিশপ
সাধু জন ফিশার, বিশপ এবং সাধু টমাস ম্যুর, সাক্ষ্যমরণগণ
২ করি ১১: ১-১১, সাম ১১১: ১-৪, ৭-৮, মথি ৬: ৭-১৫

২৩ জুন, শুক্রবার
২ করি ১১: ১৮, ২১-৩০, সাম ৩৪: ১-৬, মথি ৬: ১৯-২৩
শুক্রবার সন্ধ্যা দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব, *মহাপর্ব*
জেরে ১: ৪-১০, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, ১ পিতর ১: ৮-১২, লুক ১: ৫-১৭

২৪ জুন, শনিবার
দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব, *মহাপর্ব*
ইসা ৪৯: ১-৬, সাম ১৩৯: ১-৩, ১৩-১৫, শিষ্য ১৩: ২২-২৬, লুক ১: ৫৭-৬৬, ৮০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৮ জুন, রবিবার
+ ১৯৬২ ফাদার পিয়োত্রো ক্রিভেল্লী পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৬ সিস্টার সিলভিও ক্লেমেন্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৯ জুন, সোমবার
+ ১৯৫১ সিস্টার এম. মুনচিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৬ সিস্টার এম. রেজিনা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ ব্রাদার ফ্লাবিয়ান লাপ্লান্তে সিএসসি

২০ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৭ ফাদার আঞ্জেলো দেল কর্ণো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ফাদার লুইজি পিনোস পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৮ ফাদার শ্যামল এল. রেগো (ঢাকা)

২১ জুন, বুধবার
+ ১৯৬৭ ফাদার খ্রীষ্টফার ব্রুক্স সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৮ ফাদার **ক্ল্যারেন্স লী (দিনাজপুর)**
+ ১৯৯৭ সিস্টার **মেরী ক্ল্যার** এসএমআরএ (ঢাকা)

২৪ জুন, শনিবার
+ ২০০৭ সিস্টার মেরী গ্রেস এমএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার **ভিন্‌চেন্সা হালদার** এসসি (খুলনা)

মিলনের সেবায় সংস্কার সমূহ

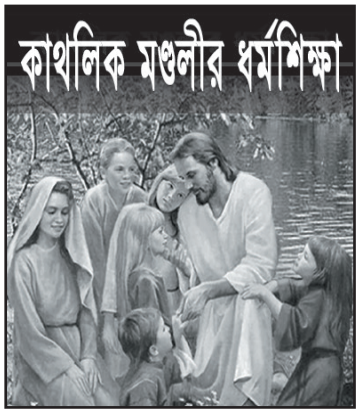

(খ) পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার

প্রাক্তন সন্ধিতে যাজকত্ব

১৫৩৯: মনোনীত জাতি ঈশ্বর কর্তৃক "যাজকদের রাজ্য ও এক পবিত্র জনগণ" রূপে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ইস্রায়েল জাতির বারোটি গোষ্ঠীর একটিকে, অর্থাৎ লেবি গোষ্ঠীকে ঈশ্বর বেছে নেন এবং উপাসনা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার জন্য তাদেরকে আলাদা করে রাখেন; ঈশ্বর নিজেই তাদের উত্তরাধিকার। প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্বের সূচনা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান-রীতির দ্বারা সম্পাদিত হত। যাজক "মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন"।

১৫৪০: ঐশবাণী ঘোষণার জন্য, এবং যজ্ঞবলি ও প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্ব স্থাপিত হলেও, সেই যাজকত্ব পরিত্রাণ আনয়নে অক্ষম, সেখানে যাজককে পুনঃপুনঃ যজ্ঞবলি উৎসর্গ করতে হয়, এবং নির্দিষ্ট পবিত্রতা অর্জনে তা অসমর্থ, একমাত্র খ্রীষ্টের যজ্ঞবলিই তা সম্পন্ন করতে পারে।"

১৫৪১: আরোনের যাজকত্বে এবং লেবীয়দের সেবাকাজে, যেমন সত্তরজন প্রবীণের নির্বাচনের মধ্যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর উপাসনা অনুষ্ঠান নবসন্ধির অভিষিক্তজনের সেবাকর্মের পূর্বাভাস লক্ষ্য করে থাকে। তাই লাতিন উপাসনা-অনুষ্ঠান রীতিতে, বিশপদের অভিষেক অনুষ্ঠানে, অভিষেক- প্রার্থনার প্রারম্ভে মণ্ডলী প্রার্থনা করে বলে:

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা পরমেশ্বর.....

তোমার কৃপাময় বাণীর মাধ্যমে,

প্রাক্তনসন্ধির সময় থেকেই তুমি শুরু করেছিলে তোমার মণ্ডলীর গঠনের কাজ।

সেই আদিকাল থেকেই আব্রাহামের বংশধরদের তুমি তোমার পবিত্র জাতিরূপে বেছে নিয়েছ।

গণপ্রধান ও যাজকদের তুমি প্রতিষ্ঠা করেছ।

এবং তোমাকে সেবার জন্য তোমার পুণ্যস্থান সেবাকর্মীবিহীন করে রাখনি... ।

১৫৪২: যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রার্থনা করে:

হে প্রভু, পবিত্রতম পিতা.....

ইতিমধ্যে প্রাক্তনসন্ধিতে, এবং ভাবী সংস্কারের পূর্ব-ঘোষণাসরূপ

তুমি জনগণকে পরিচালনা দেয়ার জন্য মহা যাজকদের নিযুক্ত করেছ;

তাদের সঙ্গী হিসেবে একই পদ ও মর্যাদাসম্পন্ন অন্য ব্যক্তিদের তাদের কাজে সহকারীরূপে বেছে নিয়েছ।

এ ভাবে সেই সত্তরজন জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে মোশীর সেই আত্মিক প্রেরণা দান করেছ

এবং তুমি আরোনের পুত্রদেরকে পিতার ক্ষমতার সহভাগী করেছ।

১৫৪৩: ডিকনদের অভিষেক প্রার্থনায় খ্রীষ্টমণ্ডলী বলে:

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর.... তোমার মণ্ডলী, খ্রীষ্টের দেহকে নতুন ও মহা-মন্দিরের পূর্ণতায় পরিমণ্ডিত কর। তোমার মণ্ডলীকে সকল ঐশদানে বিভূষিত কর, এবং বিস্ময়কর ঐক্যবন্ধনে সমগ্র দেহের সেবার উদ্দেশে বিচিত্র সেবাকর্মীর দ্বারা মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর। তোমার নাম ও পুণ্য উপাসনার উদ্দেশে তুমি ত্রিবিধ সেবাকর্ম স্থাপন করেছ। তোমার পুণ্য উপস্থিতির সেবার জন্য তুমি লেবীয় পুত্রদের বেছে নিয়েছিলে এবং তুমিই ছিলে তাদের চিরন্তন উত্তরাধিকার॥

ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস

সাধারণ কালের ১১তম রবিবার

১ম পাঠঃ যাত্রাপুস্তক ১৯: ২ - ৬ক

২য় পাঠঃ রোমীয় ৫: ৬ - ১১

মঙ্গলসমাচার: মথি ৯: ৩৬ - ১০: ৮

আজ সাধরণকালের ১১তম রবিবার আজকের বাণীপাঠগুলোতে ঈশ্বর কিভাবে আমাদের জীবনে তাঁর ভালবাসা, যত্ন ও কাজ করেন তা দেখার আহ্বান জানায়।

১ম পাঠ যাত্রা পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে, সেখানে শুনেছি- মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে ইস্রায়েলীয়রা মরুভূমিতে পথ চলতে থাকে এবং তিন মাস পর তারা সিনাই পর্বতে পৌঁছায়। সেখানে ঈশ্বর তাদেরকে একটা সন্ধি করার প্রস্তাব করেন এবং এই সন্ধিটি গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রথমে, তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন- অতীতে তিনি তাদের জন্য কি করেছেন? তিনি তাদেরকে মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন এবং ঈগল যেমন তার শক্তিশালী ডানায় শাবকদের বহন করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় ঈশ্বরও তেমনি ঈগলের ডানার মতো করে এই মরুভূমির পথ দিয়ে তাদের বহন করে এই নিরাপদ স্থানে নিয়ে এসেছেন। ঈশ্বর নিজেকে তাদের সামনে উপস্থাপন করার পর-তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার সন্ধি প্রস্তাব করেন। তাহলেই তারা হবে তাঁর একান্ত আপন জাতি, রাজকীয় যাজক বংশ এক পবিত্র জাতি।

২য় পাঠে রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল আমাদের জন্য খ্রিস্টের অপরিসীম ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমরা দুর্বল ও ভক্তিহীন থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। আর ঈশ্বর এর মধ্যদিয়ে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ আমরা যখন পাপী ছিলাম তখনই ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দান করেছেন। ঈশ্বরের ভালোবাসা ভিন্ন ধরনের ভালোবাসা, যে ভালোবাসা শত্রুকে/পাপীকে ভালোবাসে। তাঁর ভালোবাসা আমাদের পাপ থেকেও শক্তিশালী, আমরা তাকে পরিত্যাগ করলেও তিনি আমাদেরকে পরিত্যাগ করেন না, আমরা তাঁর সন্ধির কথা ভুলে গেলেও তিনি তাঁর সন্ধির কথা ভোলেন না।

মঙ্গলসমাচারেও আমরা যিশুর মধ্যে ঈশ্বরের সেই ভালোবাসা দেখতে পাই। যেমনটি বলা হয়েছে- ভিড় করা লোকদের দেখে তাদের জন্য যিশুর কেমন দুঃখ হলো, ক্লিষ্ট অবসন্ন তারা- যেন পালকবিহীন মেষেরই মতো। ঈশ্বরের ভালোবাসা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো- তাঁর ভালোবাসা, যত্ন ও আমাদের জীবনে তাঁর কাজ অদৃশ্য নয়। বরং ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসা নির্দিষ্ট উপায়ে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। যা আমরা দেখতে পাই।

তাই যিশু যখন ভিড় করা পালকবিহীন লোকদের দেখলেন এবং তাদের দেখে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরে উঠলো, তখন তিনি প্রেরিত শিষ্যদের নিযুক্ত করলেন। যাতে তারা তাদের যত্ন নিতে পারেন, তাদেরকে যত রোগ-ব্যাধি ও অপবিত্র বিদেহী আত্মা থেকে নিরাময় করেন। এই প্রেরিত শিষ্যদের মধ্যদিয়ে যিশু তাঁর মেষদের ভালোবাসেন, যত্ন নেন। অর্থাৎ প্রেরিত শিষ্যরা হলেন সেই নির্দিষ্ট উপায় যার মধ্যদিয়ে যিশু আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও যত্ন প্রকাশ করেন। যিশু তার মেষদের যত্ন ও ভালোবাসার জন্য প্রেরিত শিষ্যদের মনোনীত করেন, প্রেরিত শিষ্যগণ যিশুর সেই কাজ চালিয়ে নেবার জন্য তাদের উত্তরাধিকারী বিশপগণ'কে মনোনয়ন করেন এবং বিশপগণ যাজকদের নিযুক্ত করেন যাতে করে ঈশ্বরের কাজ আমাদের মাঝে চলমান থাকে। বিশপ, যাজক ও ডিকনগণ হলেন আমাদের মাঝে ঈশ্বরের ভালোবাসার নির্দিষ্ট উপায়, তারা আমাদের মনে করিয়ে দেন, ঈশ্বর আমাদের ভুলে যাননি, ঈশ্বর আমাদের এখনো ঈগলের ডানায় বহন করেন এবং তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। বিশপ, যাজক ও ডিকনগণের মতো দীক্ষাস্নানের গুণে যিশুকে অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকেও ডাকা হয়েছে, যাতে করে আমাদের জীবনাচরণ ও কাজের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর প্রকাশিত হন॥

দয়ালু পিতা

পিটার রোজারিও

ওগো আমার দয়ালু পিতা, শোনগো তুমি মনযোগ দিয়া
তোমাকে ছেড়ে যাবো দূরদেশে, আমার অংশ নিয়া।
দিয়ো নাকো বাঁধা তুমি, যেতে দাওগো মোরে
বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমি, দেখবো বিদেশ ঘুরে।
শোন মোর প্রিয় পুত্র, হয়োনাকো অবাধ্য
প্রভুর আদেশ করে পালন চল যথাসাধ্য।
পুত্র আমার চলে গেল শুনলোনা মোর কথা
সেই দুঃখে বসে বসে ঠুকছি নিজের মাথা।
দূরদেশে গিয়ে পুত্র, বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ করছে
ভুলেও একবার ভাবছে না, পিতা কেমন আছে।
আনন্দ ফুর্তি করে পুত্র, শেষ করে সব অর্থ-কড়ি
একে একে সকল বন্ধু, চলে যায় নিজের পথ ধরি।
সর্বশান্ত হয়ে পুত্র কাঁদে, দিয়া মাথায় হাত
ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে, পায়না একমুঠো ভাত
চোখে পড়ে শুকরের পাল, চড়াচ্ছে এক ব্যক্তি
তাকে ধরে পায় সে, শুকর চড়ানো চাকরি।
মালিক তাকে দেয়না খাবার, যথেষ্ঠ পরিমাণ
তাই কচু ঘেচু খেয়ে সে, বাঁচায় তার প্রাণ।
কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে, মাথায় শুভ বুদ্ধি আসে
পিতার গৃহে ফিরে গিয়ে, চাকরের কাজ করবে।
অনুতপ্ত হয়ে পুত্র, পিতার গৃহে আসে ফিরে
এ সংবাদ শুনে পিতা, ছুটে যায় পুত্রের ধারে।
বুকে জড়িয়ে দয়ালু পিতা, পুত্রকে আলিঙ্গন করে
এ খুশির দৃশ্য দেখে সবার, চোখের জল ঝরে।
হুকুম করেন দয়ালু পিতা নতুন জামা পড়াও
পালের রিষ্ট পুষ্ট প্রাণীটা, এখনই বলি দাও।
এই না দেখে বড় পুত্র, রাগে অভিমান করে
দয়ালু পিতা বুঝায়, তুমিতো আছো মোর ধারে।
ওগো প্রিয় সন্তানগণ, প্রভুর বাক্যে দাওগো মন
বাধ্য হয়ে চল সবে, বলেন যাহা গুরুজন।
সৎ পথে চল সবে, পাবে স্থান প্রভুর গৃহে
দয়ালু পিতা দাড়িয়ে আছেন, দুহাত বাড়িয়ে ॥

দীক্ষাগুরু সাধু যোহন

সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ

দীক্ষাগুরু সাধু যোহন নব সন্ধির প্রথম প্রবক্তা। তিনি পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের সেতুবন্ধন। দীক্ষাগুরু যোহনের পর্বদিনে তার সম্বন্ধে কিছু লেখার বাসনা জেগে উঠলো। তাইতো কাগজ কলম নিয়ে আমার ধ্যান ও চিন্তা-চেতনা পাঠকদের সাথে সহভাগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। কারণ তিনি আমাদের তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক। অন্যসব সাধুদের চেয়ে তিনি একজন ব্যতিক্রমধর্মী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মহান সাধু, যার জন্ম যিশুর জন্মের ছয় মাস আগে। দীক্ষাগুরু সাধু যোহনকে ব্যতিক্রমধর্মী বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে, আর কারণগুলো হলো-

- সাধারণত সাধু সাধ্বীদের মৃত্যুর দিনকে মণ্ডলী পর্বদিন হিসাবে পালন করে, কিন্তু দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মদিনকে পর্বদিন হিসাবে পালন করা হয়।
- আমার জানা মতে মা মারীয়া ছাড়া সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে একমাত্র দীক্ষাগুরু সাধু যোহন আদিপাপ থেকে মুক্ত হয়ে অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হন। মা মারীয়া এবং সাধ্বী এলিজাবেথের সাক্ষাতের সময় যখন দু'জনের গর্ভের শিশু দুইটি আনন্দে নেচে উঠেছিল, তখনই দীক্ষাগুরু সাধু যোহন আদিপাপের ক্ষমা পেয়ে নিষ্পাপ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন।
- মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সাধারণত সাধু সাধ্বীদের পর্ব বৎসরে একদিন পালন করা হয়। কিন্তু দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পর্ব বৎসরে দুইদিন পালন করা হয়। ২৪ জুন তার জন্মদিন, অন্য আর একটি পর্ব হলো তার মৃত্যু বা শিরশ্ছেদের পর্ব।
- দীক্ষাগুরু সাধু যোহনকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলার সবচেয়ে বড় কারণ হলো তার জন্মই ব্যতিক্রমধর্মী। তার বাবা জাখারিয় ও মা এলিজাবেথ জন্মদানের ক্ষমতা যখন অতিক্রম করেছেন, বয়োবৃদ্ধ হয়েছেন, এমন অবস্থায় দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্ম দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে হলে হয়তো সাধু যোহনের ব্যতিক্রমধর্মী জন্ম বিশ্বে সাড়া জাগিয়ে দিত।
- দীক্ষাগুরু সাধু যোহনকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বা অনন্য বলার আর একটি কারণ হলো-সাধু যোহনের নামটি কোন মানুষ নয়, ঈশ্বর নিজে দিয়েছেন, যা স্বর্গদূতের মাধ্যমে দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের বাবা জাখারিয়ার কাছে পৌঁছেছিল।
- দীক্ষাগুরু সাধু যোহনকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলার আরও একটি কারণ হলো কাথলিক মণ্ডলীর ক্যালেন্ডারে ৩ জন ব্যক্তির জন্মদিন উল্লেখিত আছে, তাদের মধ্যে একজন হলেন দীক্ষাগুরু সাধু যোহন। আমরা জানি অন্য দু'জন হলেন যিশু ও মা মারীয়া।

দীক্ষাগুরু সাধু যোহন সত্যিই একজন মহান সাধু যিনি ঈশ্বরপুত্র যিশুর এ পৃথিবীতে আসার জন্যে পথ প্রস্তুত করেছেন। বড়দিন, বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের আগে যেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয় দীক্ষাগুরু সাধু যোহন লোকদেরকে সেভাবে প্রস্তুতি দিয়েছেন। তবে দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের প্রস্তুতি ছিল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক।

দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ছিলেন যাজক বংশীয় একজন প্রবক্তা। কারণ তার বাবা জাখারিয় আবিয়া বংশের এবং মা আরোন বংশের *(লুক ১:৫)*, দু'জনই যাজক বংশীয়, কাজেই সন্তান তো একই বংশের হবে। তখনকার দিনে যাজক বংশীয়রা উচ্চ বংশের, সম্পদশালী এবং বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের কয়েকটি গুণাবলী:

- **দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ছিলেন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ একজন মানুষ**। যাজক শ্রেণির লোকেরা তাদের জীবনের বিশেষ সময় কাটায় ধ্যান প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায়। দীক্ষাগুরু সাধু যোহনও তেমনি জাগতিক বিষয়কে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তা নিয়ে মরু প্রান্তরে বাণী প্রচারে, জনগণকে দীক্ষিত করতে বেশীরভাগ সময় কাটিয়েছেন। একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ধন সম্পদকে আঁকড়ে ধরে বাড়িতে বসে থাকেননি।
- **দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ছিলেন ত্যাগী ও নিরাসক্ত একজন মানুষ:** তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, খাবার- দাবার, থাকার জায়গা, জীবন-যাপন সব কিছুতে ত্যাগের মনোভাব ফুটে উঠেছে। তিনি ত্যাগ করেছেন তার বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন, নিজস্ব বাড়ি, জনসমাবেশে থেকে ভাল ভাল সুস্বাদু খাবার, আরামদায়ক বিছানা, নিরাপদ জীবন-যাপন আরো কত কি!
- **উদার ব্যক্তি:** সাধু যোহন উদারভাবে তার নিজের শিষ্যদেরকে যিশুর শিষ্য হতে অণুপ্রাণিত করেন, তিনি বলেন, ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক এবং তার শিষ্যদের যিশুর শিষ্য হবার জন্যে উদারভাবে দান করেন।
- **ঈশ্বরধ্যানী ও ঈশ্বর নির্ভরশীল এক মানুষ:** সাধু যোহন ঈশ্বরধ্যানী ছিলেন। জীবনের বেশ কিছুটা সময় মরুপ্রান্তরে তিনি ঈশ্বরধ্যানে কাটিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতি তার ছিল পূর্ণ আস্থা এবং নির্ভরশীলতা। তাইতো সব ত্যাগ করে নিঃস্ব হয়ে ঈশ্বরে নির্ভরতা রেখে জীবন কাটিয়েছেন।
- **দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ছিলেন একজন নিরাসক্ত মানুষ:** কোন মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, সুন্দর পোষাক, সুস্বাদু খাবার, সুন্দর জিনিসপত্র, মানুষের সান্নিধ্য সব কিছুর প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন।
- **ঈশ্বরের উপস্থিতিতে জীবন যাপন:** দীক্ষাগুরু সাধু যোহন সর্বদা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে জীবন যাপন করেছেন। তাইতো ঈশ্বরকে নিজ জীবনে অনুভব করে, তাঁর ধ্যানে তাঁর জ্ঞানে জীবন কাটিয়েছেন।
- **সত্যের সাধক:** দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ছিলেন সত্যের সাধক, সত্যের পূজারী। নিজেকে খ্রীষ্ট বলে মিথ্যা সাক্ষ্য বা মিথ্যা পরিচয় দেননি। জেরুশালেমের ইহুদী ধর্মনেতাদের প্রশ্নের উত্তরে সত্যকে অগ্রাহ্য না করে স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, '' না, আমি সেই খ্রিস্ট নই। না, আমি এলিয় নই, --প্রবক্তা নই।'' *যোহন ১: ২০-২১।*
- **জীবন রুপান্তরকারী:** তিনি ছিলেন জীবন রুপান্তরকারী। বাণী প্রচার করে, দীক্ষাস্নান দিয়ে অনেকের জীবনে তিনি রুপান্তর ঘটিয়েছেন।
- **অসীম** সাহসের অধিকারী: তিনি ফরিশি ও সাদুকিদের কাল সাপের জাত বলতেও দ্বিধা করেননি। মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে রাজা হেরোদকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সৎ সাহস নিয়ে ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন, তবু অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি।
- **ঐশবাণীর অগ্রদূত:** দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ঐশবাণীর অগ্রদূত হয়ে যিশুর আগমনের পথ প্রস্তুত করেছেন।
- **নম্রতা:** নম্রতাকে সকল গুণের রাণী বলা হয়ে থাকে। দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ছিলেন নম্রতার আদর্শ। তাইতো নম্রভাবে স্বীকার করেছেন, ''আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলে দেবার যোগ্য নই।'' *যোহন ১:২৭।*
- **উত্তম শিক্ষাদাতা:** দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ছিলেন উত্তম শিক্ষাদাতা। তার শিক্ষা গ্রহণ করে অনেকে মন পরিবর্তন করেছেন, যিশুকে বিশ্বাস করে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছেন।
- **একটি কণ্ঠস্বর:** দীক্ষাগুরু যোহন ছিলেন একটি কণ্ঠস্বর। প্রবক্তা ইসাইয়ার কণ্ঠে তিনি নিজেই বলেছেন, আমি সেই কণ্ঠস্বর, যা মরু প্রান্তরে ঘোষনা করে চলেছে, তোমরা সোজা সরল করে তোল প্রভুর আসার পথ।'' যোহন ১:২৩
- **সাক্ষ্যদাতা:** দীক্ষাগুরু যোহন সাক্ষ্য দিয়ে এই কথা বললেন,'' আমি নিজের চোখে দেখেছি, পরম আত্মা এক কপোতের মতো স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন- তারপর তিনি ওঁর উপর অধিষ্ঠিত হলেন।'' *যোহন ১:* ৩২

দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি যিশুর আগমনের প্রস্তুতিপর্বের শেষ এবং মহান প্রবক্তা। তিনি যিশুকে গ্রহণ করার জন্যে ইহুদীদের অন্তর প্রস্তুত করেছেন, কারো কারো কাছে যিশুর প্রথম পরিচয় তুলে ধরেছেন। পঙ্গপাল ও বনের মধু খেয়ে জীবন যাপন করে দরিদ্রতার আদর্শ হয়েছেন। তাঁর পর্বদিনে, বিশেষ করে যারা প্রতি বছর তাঁর কথা শোনার সুযোগ পাচ্ছি তাদের আজকের দিনে অঙ্গীকার করা বাঞ্চনীয় বললে আশা করি ভুল হবে না, এ মহান সাধুর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে যিশুর আরো কাছের মানুষ হয়ে ওঠবো॥

ভালবাসার অপর নাম বাবা

সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ

ব্যস্ত পৃথিবীর অতি ব্যস্ত মানুষগুলোর কারো কি সময় আছে অন্যের দিকে ফিরে তাকানোর? সবাই যার যার কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু পৃথিবী তার আপন গতিতেই চলছে। প্রতিদিন একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন নীরব নিস্তব্ধ রাত্রির অবসানের পর সুন্দর দিনের সূচনা হয়ে পূর্বদিকে সূর্য উঠে পশ্চিমে গিয়ে অস্ত যাচ্ছে। পৃথিবী তার আপন গতিতে চললেও পাল্টে গেছে মানুষের জীবন ধারা। মনের মধ্যে উপলব্ধিতে এসে যায়-পৃথিবীতে আমরা কেউ কারও জন্যে নই। সবাই ক্ষণিকের জন্য অর্থাৎ তীর্থযাত্রী হিসেবে আমাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। সবকিছু ক্ষণস্থায়ী মনে হলেও স্মৃতিগুলো অমর। কিছু কিছু স্মৃতি অমর হয়ে থাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। শত চেষ্টা করলেও মন থেকে কোনদিন বিলীন হয়ে যায় না। ব্যক্তি জীবনে কিছু মানুষের আগমন আমাদের জীবনকে রহস্যময় করে তোলে। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তাদের সেই ভালবাসার কথা। আর সেটা হচ্ছে বাবার ভালবাসা। সত্যিই, বাবার ভালবাসাকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। বাবা এক অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতীক। তাই, হৃদয়ের মণিকোঠায় আজীবন বাবা বেঁচে থাকে, স্মরণীয় হয়ে থাকে তার মধুর স্মৃতিগুলো।

মনীষী ইয়ান মার্টেল বলেছেন- "বাবাকে হারানোর মানে মাথার ওপর ছাদ হারিয়ে ফেলা।" দেখতে দেখতে জীবনের পাতা থেকে ৩টি বছর কেটে গেল। বাবার মোবাইল থেকে আর কল আসে না, বলে না কেমন আছ? বাড়ীতে গেলেও বাবার উপস্থিতি আর দেখা যায় না। বাড়ীর আঙ্গিনায় তাকালেও বাবার কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। আর কোনদিন বাস্তবে বাবা আসবে না, তাকে দেখতে পাব না এবং তার কণ্ঠস্বরও কোনদিন শুনতে পারব না। নিয়তীর একি নিষ্ঠুর খেলা!

আমার জীবনে, বাবা এক অনুপ্রেরণার গল্প, এক সাহসের গল্প। প্রত্যেক সন্তানের কাছেই বাবা অনেক মূল্যবান, অনেক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার একজন ব্যক্তি। বাবা এক সংজ্ঞাহীন শব্দ। বাবা শব্দটি কারও কাছে বটবৃক্ষের ন্যায় আবার কারও কাছে বাবা মানে এক বিশাল পৃথিবী। ভালবাসার কথায় যদি বলি তাহলে বলব যে, ভালবাসার অপর নাম হল বাবা। বাবার তুলনা বাবা নিজেই। সন্তানের জন্য বাবা সবকিছুই দিতে প্রস্তুত থাকে। বাবা পাশে থাকলে সন্তানের কোন বিপদ আসতে পারে না আর বিপদ আসলেও মোকাবেলা করতে বাবা সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় কিংবা অভিযোগ কোন কিছুই তাকে দায়িত্ব থেকে পিছুপা হতে দেয় না। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করতে থাকেন। অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোতে, আমার দু'চোখ দিয়ে আমি তাই দেখেছি। বাবা দিবসে, বাবা তোমাকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই। আজ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রাবন্তী মজুমদারের গাওয়া এই গানটি খুব মনে পড়ছে-

"কাটে না সময় যখন আর কিছুতে
বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না,
জানালার গ্রিলটাতে ঠেকায় মাথা
মনে হয় বাবার মত কেউ বলে না
আয় খুকু আয়, আয় খুকু আয়..... ।"

বাবা দিবসে, প্রত্যেক সন্তানের কাছে অনুরোধ, আমরা যেন বাবাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও মর্যাদা দিতে শিখি। বাবাদের শ্রমের ফল আমরা যেন বুঝতে পারি। একই সাথে আজ, বাবা দিবসে-পৃথিবীর সকল বাবাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই। প্রত্যেক সন্তানের বাবাই সুখে থাকুক, ভাল থাকুক এই কামনা করি॥

বিজ্ঞ/১৯৭/২৩

বাড়ী ভাড়া

২ রুম বিশিষ্ট কিচেন, বাথরুম, বারান্দাসহ ছোট পরিবারের জন্য ২য় এবং ৩য় তলা ভাড়া হবে। হলিক্রস স্কুল ও তেজগাঁও গির্জার নিকট। চলতি মাস/জুন মাস ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে।

যোগাযোগ

০১৮১৭৫১৮৬২৪
০১৫৫৮৬১৫৮৪১

বিজ্ঞ/১৯৯/২৩

বাবা তোমাকে বলছি

সিস্টার সম্পা গমেজ সিআইসি

"ভালো হোক আর মন্দ হোক
বাবা আমার বাবা, পৃথিবীতে বাবার মতো আর আছে বা কে"

প্রিয় বাবা, আজ বাবা দিবসে সমস্ত বাবাদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাসহ শতশত প্রণাম। যুগের এই পরিবর্তনে উন্নত দেশ গড়ার পেছনে তোমাদের মতো বাবাদের অনেক অবদান এবং অগ্রণী ভূমিকা আছে। তাই তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আজ তোমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তোমাদের সন্তানেরা গোটা দেশটাকে চারপাশে শক্ত খুঁটির মতো ধরে আছে যার জন্যে আমাদের এই দেশ আজ বিশ্বের সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের মতো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। তোমাদের সন্তানেরা আজ কেউ হয়েছে বড় ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, আবার কেউ পাইলট হয়ে আকাশের মতো বিশাল একটা দুনিয়া ঘুরে আসছে। আবার অনেক সন্তানেরা দেশের হাল ধরে দেশটাকে একটা সম্মান এবং মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় পৌছে দেওয়ার জন্য নানা রকম কলা কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। তাইতো অনেক বাবা তার নিজের সন্তানদের মানুষ করার জন্য নিজের সব কিছু খরচ করে ফেলে। আর যখন তার সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাবার যে কী আনন্দ হয় সেটা বলা কঠিন। ঠিক বাইবেলের ভাষায় যেমন আনন্দ হয়েছিল হারানো একটি ভেড়া খুঁজে পাওয়ায়, তেমনি ভাবে আরো আনন্দের সাড়া পরে গিয়েছিল হারানো পুত্র ফিরে আসায়।

এজন্য কবি বলেছেন,"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"।

আজ এই বাবা দিবসে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে অনেক সন্তান আছে, যারা পিতৃহীন, সমাজে যাদের কোন ঠাঁই নেই, যারা অবহেলায় বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে আমি একজন। আজ আমি এ সমাজে টিমটিমে সলতে আর থেতলানো নল গাছ ছাড়া আর কিছুই নই।

আমি বলতে চাই একজন বাবার পরিশ্রমের ফলে যেমন একজন সন্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমন কোন বাবার কারণে একজন সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। কান্না ভেজা স্বরে একটা গানের কলি শোনাই– "কত সাধনার ফলে এমন মানব জনম পেলে, দুদিন পরে সবাই চলে যাবে এই যিশু নাম তুমি গাইবে কবে"। যে শিশুর পিতা যার অন্তরে ঘুমিয়ে ছিল তাদের সন্তানেরা আজ সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে – আমার বাবা কই? আমাকে জন্ম দিয়েই কি তার দায়িত্ব শেষ? কেন? কি আমার অপরাধ? নাকি জন্ম আমার আজন্মের পাপ, নাকি উপরওয়ালার ভুল, এই জন্যে গুনতে হচ্ছে সেই ভুলের মাশুল। বাবা দেখতো কত সন্তান আজ বর্তমান সমাজে কত রকম কু–কর্ম করে অপরাধ জগতে প্রবেশ করছে। তা কেন হচ্ছে জানো? যখন একজন সন্তান বাবার হাত ধরে স্কুলব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতে হয় তখন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয় টোকাইয়ের বস্তা কাঁধে তুলে নিতে। আর যেতে হয় ময়লা ডাস্টবিনে, থাকতে হয় রেলস্টেশনে, বাস টার্মিনালে, নৌঘাটের মতো জায়গায়। সহ্য করতে হয় নানা রকম শাসন আর শোষণ। শুধু মাত্র এই কারণে অনেক সন্তান বাধ্য হয়ে হাতে তুলে নেয় নেশার বোতল, আবার কেউ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দেশ ও সমাজকে ধংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাবা, বলতে পারো এর জন্য দায়ী কে? আমার তো একটা স্বপ্ন ছিল, ছিল একটা আশা, আমিও চেয়েছিলাম একটা সুন্দর পরিবার গড়ে সমাজে বাস করতে। কিন্তু কি পেলাম?

হ্যাঁ পেয়েছি, পেয়েছি সমাজের কাছে ঘৃণা, অপমান, চড়–থাপ্পড়। যার ফলে – চৈত্র মাসে প্রখর রোদে যেমন মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়, তেমনি আমার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। বর্ষা কালে নদীর দুকূল ভেঙ্গে হাহাকার হয়ে গেছে।

আমার এ অসহায়ত্বকে দেবে আমায় সান্ত্বনা/ কেউ কি আছে যে আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে আয় বাবা আমার কাছে আয়, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলবে তুমি আমার সন্তান আমি তোমার জন্মদাতা বাবা। কিন্তু সেই দিনটা কি আসবে আমার জীবনে? এ প্রশ্নটা রইল সকল বাবাদের কাছে।

পরিশেষে একজন পিতৃহীন স্নেহবঞ্চিত সন্তানের আকুল আবেদন, বাবা গো, আজ তোমাদের দুটি পায়ে ধরে বলছি,

জন্মদিয়ে যাদের এই পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ দিয়েছ; তাদেরকে পিতৃস্নেহে লালন পালন করে শিক্ষিত সমাজে একটা মানসম্মত জায়গা করে দিও যেন তারা তোমাদের পরিচয়ে সমাজে বসবাস করতে পারে। এটা তোমাদের গুরু দায়িত্ব। এ দায়িত্ব থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিও না।

ইতি, তোমাদের অবহেলিত স্বপ্ন ভাসা একজন সন্তান॥

বাবা

অ্যাড. এ কে এম নাসির উদ্দীন

বাবা মানে সন্তানের মাথার ছাতা
বাবা মানে বুঝতে পারা সন্তানের মনের কথা।
ছোটবেলায় যদি কারও বাবা মারা যায়
বাবাহীন সন্তান ভাসতে থাকে অকুল দরিয়ায়।
আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) ছোটবেলায় পিতৃহারা হন
পিতৃহীন মহানবী দুঃখ-কষ্টে সারাজীবন কাটান।
কবি নজরুলের বাবা ছোটবেলায় মারা যান
বাবা মারা যাওয়ার পরে কবি অতি কষ্টে জীবন কাটান।
মহাকবি কায়কোবাদের আইনজীবী বাবা ছোটবেলায় মারা যান
মহাকবিও অতিকষ্টে সারা জীবনের দিনগুলি কাটান।
ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট আবুল কালামের বাবা ছোট বেলায় মারা যান
কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কালাম জীবনে অনেক উন্নতি করে যান।
ছোটবেলায় বাবা হারানো অনেক সন্তানদেরই কোন মূল্যায়ন থাকে না,
সমাজের অনেকেই এ সকল সন্তানদের ভালো চোখে দেখে না।
বাবা হলেন সন্তানদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা
বাবাবিহীন ছোট সন্তানেরা পায় না ভালো কোন ধারণা।
বাবারা কঠোর পরিশ্রম করে সন্তানদেরকে মানুষ করে তোলে
এ সন্তানেরাই একদিন বাবাকে যায় ভুলে।
বাবাকে সন্তানেরা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে
বাবা তখন সন্তানদের কাণ্ড দেখে চোখের জলে ভাসে।
বৃদ্ধ পিতা-মাতা ভরণ পোষণ আইন- ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে
এ আইনে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ভরণ পোষণ দেওয়ার কথা বলা আছে।
বাবা ছাড়া সংসার কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মতো
বাবার যত্ন করো সন্তানেরা যার যার সাধ্য মতো।
বৃদ্ধ বাবার সম্পত্তি লিখে নেওয়ার জন্য সন্তানেরা বাবাকে চাপ দেয়
এমনকি সন্তানেরা সম্পদ লাভের জন্য বাবাকে মেরে ফেলে দেয়।
বাবা ছাড়া সন্তানেরা সুন্দর পৃথিবীর আলো বাতাস দেখতে পেত না
বাবা ছাড়া সন্তানেরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারতো না।
মনে পড়ে গেল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রম গানটির কথা
গানটির মূল কথা পিতা ও পুত্র অবশেষে একসাথে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা।
এবারের বাবা দিবসে বিশ্বের সকল বাবাদের সম্মান করি
আসুন, সকলে বাবাদের সম্মান করে শান্তিময় বিশ্ব গড়ি॥

বাবা-সন্তানের সম্পর্ক

জে আর এ্যাগ্নেস

Dads are most ordinary men turned by love into heroes, adventurers, storytellers, and singers of song."

বাবা মানেই রোদ কিংবা বৃষ্টিতে হাজার রঙে রাঙ্গায়িত একটি ছাতা যার অন্তর্নিহিত অর্থ বাবা হলেন স্নেহ ভালোবাসা আদর ও শাসন মিশ্রিত এক অভয় আশ্রয়। বাবা মানেই অনেক আবদার, অনেক না পাওয়াগুলো এক নিমিষে হাজির হওয়া। বাবা মানেই তপ্ত রোদে শীতল সমীরণ এক বিশাল বটবৃক্ষের ছায়া। বাবা মানেই কঠোর শাসনের আড়ালে স্নিগ্ধ কোমল মায়া। বাবা মানেই সীমাহীন এক আস্থার সাগর। বাবা মানেই স্নেহের পরশ অনেক ভালোবাসা ও আদর।

বাবা মানেই শক্ত নিরেট নির্ভরতার খুঁটি শত ঝড় ঝাপটায় অটল শক্তি। বাবা হলেন মিষ্টি মায়ের ভালোবাসায় গোছানো সোনার সংসার।

বাবা শব্দটার সাথে একটা গোপন ভালোবাসা মিশ্রিত স্বর্গীয় সুখানুভূতি নিহিত থাকে। কারণ একজন বাবা সৃষ্টিকর্তার অবয়বে মানব আত্মা। তিনি স্বয়ং স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের প্রতিরূপ। তিনি তার সামর্থের সবটুকু দিয়ে সন্তানের লালন পালন করেন।

বাবা প্রতিটি পরিবারের একটি অতি মূল্যবান অধ্যায়। বাবাই রচনা করেন একটি সুন্দর পরিবার। বাবার নিখুঁত স্বপ্নে রূপায়ণ হয় পরিবার নামক একটি ছোট্ট সাম্রাজ্য। আর সেই সাম্রাজ্যের প্রাত্যহিক নিয়ম-নীতি বিধিনিষেধ নির্ধারিত হয় বাবার অনুশাসনে। তাই বাবার সিংহাসন পরিবারের সর্বোচ্চ শিখরে। মা যদি পরিবারের মধ্যমনি, রাণী হন তাহলে বাবা হচ্ছেন নিঃসন্দেহে পরিবারের প্রধান, রাজা, পরিবারের মস্তক। মস্তকবিহীন শরীর যেমন মূল্যহীন নিথর দেহ, তেমনি বাবা ছাড়া পরিবার অর্থহীন শূন্য মরুভূমি। বাবা বিহীন পরিবার সৌন্দর্যে যেমন ব্যাপক ঘাটতি তেমনি এক অন্ধকার অবহেলা, ভয় সংকোচ, অসচ্ছল অধ্যায়।

বাবা ছাড়া পরিবার যেনো ঝড়ে বেঁকে যাওয়া বা মূলসহ উপড়েপরা পাতাঝরা গাছ। একটি গাছের মূল যেমন অতি মূল্যবান স্থান দখল করে আছে বাবাও তেমনি পরিবারের মূলে থাকেন।

তাই বাবার কাছেই সকল সন্তান তার একান্ত ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা আহ্লাদ উপস্থাপন করে। বাবা হচ্ছেন বিশ্বাস ও নির্ভরতার শক্ত পিলার, পাথরের পাহাড়, স্থির নিশ্চল অটল শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। প্রবল ঝড় ঝাপটায় বাবাই দাঁড়িয়ে থাকেন স্রোতের বিপরীতে। বাবাই শক্ত করে ধরেন পরিবারের হাল। বাবাই মায়ের সকল শাসন উপেক্ষা করে কখনো কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে সন্তানের সকল আবদার পূরণ করেন।

বাবা পরিবার তথা সন্তান সন্ততি সকলকে স্নেহমাখা প্রেমাদরে আগলে রাখেন তার সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে। একজন বাবা সবসময় সন্তানের প্রথম বন্ধু হয় এবং জীবনের সর্বোত্তম ভালোবাসার খনি। একজন বাবা তার অংশের যোগফলের চেয়েও বেশি। তিনি পরিবারের আত্মা।

বাবা শব্দটা ভাবতেই মনে আসে বাবা ধৈর্যশীল, দয়ালু এবং প্রেমময়। একজন বাবা হলেন সেই নোঙ্গর যার উপর তার পরিবার নামক জাহাজ তথা সন্তানরা দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রতিটি বাবা এমন পুরুষ যারা তাদের সন্তানদের মধ্যে বিশ্বের সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন স্থাপন করার সাহস করেন। একজন বাবার স্নেহ ভালোবাসা অকৃত্রিম। তা সন্তানের কাছে অমূল্য সম্পদ। কোনো কিছুর বিনিময়ে এই ভালোবাসার মূল্যায়িত হয় না।

একজন বাবা যখন কথা বলেন, তখন তার সন্তানেরা তার কণ্ঠে সব কিছুর চেয়ে ভালোবাসা মাধুর্য শুনতে পায়। প্রতিটি বাবা সন্তানের সাথে তার জ্ঞান ভাগ করে নেয় এই আশায় যেনো সন্তান সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে দিতে পারে অনায়াসে।

একজন বাবা হচ্ছেন প্রজ্ঞার ভাণ্ডার। তাই প্রতিটি সন্তানকে জীবনে তার বাবার প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করা উচিত। তাইতো পবিত্র বাইবেল হিতোপদেশে বলে ৩:১ ছেলে আমার তুমি আমার শিক্ষা ভুলে যেও না সমস্ত অন্তর দিয়ে তুমি আমার আদেশ পালন কর।

সন্তানের কাছে প্রতিটি বাবা সেরা তাই বাবারা ভুল করলেও বাবার সেরাত্বটুকু কখনো কমে যায় না। একজন বাবার ভালবাসা সন্তানের জন্য সবসময় চিরন্তন এবং অন্তহীন। বাবা এবং সন্তানের ভালোবাসা স্বর্গীয়। তাই বাবার এরূপ নিখাদ ভালোবাসার কথা এক কথায় কখনো শেষ করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু একজন বাবার উদার মহত্ত্বতা বা গুণের কথা যতই লিখি না কেন একজন বাবা তখনই খুশি হন বা সন্তুষ্ট হন, যখন সন্তান বাবার আদর্শে বড় হয়ে বাবাকে যোগ্য সম্মান দেয়। বাবার প্রতি কর্তব্য পালন করে। বাবা সন্তানকে যতটুকু দিয়েছেন তার হাজার গুণের এক ভাগ বাবাকে উপহার দিলেও বাবা নিজেকে স্বার্থক মনে করেন। একজন বাবা সবসময় চান তার সন্তান দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ না হয়ে এক বিশাল আর্শীবাদ হবে। আর তখনই একজন বাবার হৃদয় সন্তানের জন্য গর্বে ভরে উঠে। বাবা দুহাত উজাড় করে সন্তানকে আর্শীবাদ করেন।

পৃথিবীর প্রতিটি বাবাই বাবা কিন্তু সন্তান যখন উগ্র বদমেজাজি উশৃংখল মন্দ নেশায় আসক্ত হয়ে বাবাকে অসম্মান করে, বাবার প্রতি কর্তব্য পালন থেকে দূরে যায়, জোড় জুলুম করে ভোগ দখল করে বাবার শেষ সম্বলটুক, তার প্রতিদানে বাবাকে পাঠায় বৃদ্ধাশ্রমে তখন সেই বাবার হৃদয় ভগ্নচূর্ণ ভারাক্রান্ত হয়। সেই হৃদয় বিদারক বাবার নেত্র বেয়ে অনর্গল ঝরে পড়ে কষ্টের স্রোত। সেই বাবার নিজের অজান্তেই নিঃশ্বাসের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে সন্তানের জন্য অভিশাপ।

তাই এই বাবা দিবসে পৃথিবীর প্রতিটি বাবার জন্য বিশেষ প্রত্যাশা রাখি, প্রতিটি বাবা সন্তানের সম্পর্ক হোক নিবিড় নির্ভেজাল ভালোবাসাময়।

তাই সব শেষে পৃথিবীর সব বাবাকে বলতে চাই...

বাবা দিবসে বলছি বাবা
তোমায় ভালোবাসি,
বুক ভরা ভালোবাসা
দিলাম রাশি রাশি॥

তেরেজা রোজারিও
জন্ম: ১২ এপ্রিল, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু ০৩ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
স্বামী: মৃত রাফায়েল কোড়াইয়া

মাগো,
কেমন আছো তুমি!

সবাইকে কাঁদিয়ে কোথায় চলে গেলে মা! তুমি চলে যাবার পর নিজেকে কিছুতেই শান্ত রাখতে পারছিনা। বুকফাটা কান্না আর কষ্ট কোনদিনও আমাদের ফুরাবেনা মা। আমরা বিশ্বাস করি তুমি বাবার সাথে মিলিত হয়ে স্বর্গের চিরশান্তি লাভ করেছো। তোমার ও বাবার আদর্শ ও ঈশ্বর ভক্তি যেনো আমরাও হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, স্বর্গ থেকে আমাদের সেই আশীর্বাদ করো।

তোমার আদরের সন্তান-

সিস্টার শিরিন এম সি (অর্চনা)
সিস্টার অবলেট এম সি (অর্পনা)
বাবু কোড়াইয়া, মাধবী কোড়াইয়া, মিনু গরেট্রী কোড়াইয়া, বৌমা-বিনতা গ্রেগরী স্নেহের নাতি-নাতনী শেখর, সঞ্চিতা, মৌসুমী, আনন্দী, সঙ্গিনী, অরুণী, অথই ও শ্রাবন্তী।

বিজ্ঞ/২০০/২৩

বাবার কাছে খোলা চিঠি

সাগর কোড়াইয়া

প্রিয় বাবা,

তুমি স্বর্গবাসী হয়েছ ১৮ জুন একমাস হবে। একমাসে একদিনের জন্যও তোমাকে ভুলিনি। প্রায়ই মনে হয় তুমি এখনো আছ। যখন তুমি ঢাকায় চাকুরী করতে তখন আমি ছোট। মনে পড়ে অস্পষ্ট ও ভুল বানানে তোমাকে চিঠি লিখে পাঠাতাম। চিঠিতে বিভিন্ন আবদার থাকতো। আর সেই মোতাবেক মাসশেষে আবদারগুলো মিটিয়ে দিতে। চিঠির ভাষা এখনো মনে পড়লে হাসি পায় ও লজ্জা লাগে। অবুঝ মনের সেই ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ করে আজকের এই চিঠিটা আকাশের ঠিকানায় শুরু করতে চাই।

পত্রের শুরুতে হাজার কোটি নমস্কার নিও। কেমন আছ? আশা করি স্বর্গে ভালো আছ। আমিও ভালো আছি। আমার ছোটবেলায় মাসশেষে তুমি যখন ঢাকা থেকে ছুটিতে বাড়ি আসতে তোমার কাঁধে চড়ে এই বাড়ি সেই বাড়ি ঘুরে বেড়াতাম। তোমার কাঁধে উঠে দূরের দৃশ্য খুব সহজে দেখতে পেতাম। ভাবতাম কবে তোমার মতো বড় হবো। এখন বড় হয়েছি তবে তোমার কাছে সব সময় ছোটই ছিলাম। ছোটবেলায় তোমার সাথে আলাদা একটা সখ্যতা ছিলো। যত চাহিদা ও গল্প তোমার সাথেই হতো। তোমার সাথে বাজারে গিয়ে বড় সাইজের রসগোল্লা খাওয়ার স্বাদটা বুঝি এখনো মুখে লেগে আছে। কিন্তু বড় হবার সাথে সাথে কেন যেন দূরত্বটা একটু বেড়ে গেলো। এমনও হতো তুমি পাঁচদিনের জন্য ছুটিতে বাড়ি এলে তোমার সাথে কোন কথাও হতো না। এ নিয়ে মায়ের কাছ থেকে বকুনী খেয়েছি বহুবার। তোমার কড়া শাসন, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলাবোধ, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, সময়ানুবর্তীতা, আতিথেয়তা ও দায়িত্বপ্রবণতা তোমাকে ভয় পাওয়ার কারণ হতে পারে। কারণ এগুলোর কোনটাই আমার মধ্যে ছিলো না। এখন বুঝি জীবনে এগুলোর চর্চা করা কতটা জরুরী।

অভাব কাকে বলে তা তুমি কোনদিনও আমাদের বুঝতে দাওনি। নিজের কষ্ট হলেও আমাদের কষ্ট পাওয়া থেকে দূরে রেখেছ। মনে পড়ে একবার একটানা তোমার আটমাস চাকুরী ছিলো না। চাকুরীর জন্য তুমি কতবার ঢাকায় গিয়েছ। সে সময় আর্থিককষ্ট ও অভাব যে আমাদের পরিবারে প্রবেশ করছে তা সেই অল্প বয়সেই বুঝে ওঠেছিলাম। প্রতিদিন দুপুরে পেঁপে ভাজি দিয়ে ভাত খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে গিয়েছিলো। বাবা তুমি যারপরনাই চেষ্টা করতে আটটি মাস আমাদের ভালো খাওয়াতে। ইন্টামিডিয়েটের পর পড়াশুনার সুবাদে ঢাকায় যাই। তোমার সাথে প্রায়ই দেখা হয়। তোমার চাকুরীর স্থানে গেলে তোমার আপ্যায়ন দেখে মুগ্ধ হতাম। আমাকে ভিআইপি কোন অতিথির মতো আপ্যায়ন করতে। সাদা চামড়ার বিদেশীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। কিছুক্ষণ থাকার পর আর কথা খুঁজে পেতাম না। অগ্যতা বিদায় নিয়ে চলে আসতাম।

সময়ের সাথে সাথে তোমার বয়স বাড়তে লাগলো। মাথার কালো চুল সাদা হয়ে যায়। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে। চোখে কম দেখতে শুরু করলে। ইতিমধ্যে আমিও পড়াশুনা শেষ করে কর্মস্থলে ঢুকবো। বাবা তুমিই একদিন তোমার শরীর আর আগের মতো চলে না বলে চাকুরী ছেড়ে বাড়িতে বসলে। নাতনীদের নিয়ে হেসেখেলে ভালোই সময় কেঁটে যাচ্ছিলো। সারাদিন গাছগাছালি, পশুপাখি ও নিজের অরগানিক সব্জী জমি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। তবে শরীরের তুলনায় কাজের পরিমাণ বোধহয় বেশিই করে ফেলেছিলে। অযথা কোথাও গিয়ে সময় নষ্ট করতে কখনো তোমাকে দেখিনি। তোমার অন্যান্য গুণের সাথে এই গুণটা হয়তো আমি কিছুটা হলেও পেয়েছি। বাবা তোমার মনে পড়ে আমার কর্মস্থলের জন্য একটি মোটরসাইকেলের প্রয়োজন পড়লে তুমি তা কিনে দিয়েছিলে। কর্মস্থল থেকে কতবার মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়িতে যেতাম। কিন্তু কোনদিন তোমাকে আমার বাইকে উঠাতে পারিনি। একবার না পাড়তে উঠতে বাধ্য হয়েছিলে। বাইক থেকে নেমে বলেছিলে, তোকে আরো ভালোভাবে বাইক চালাতে শিখতে হবে।

তুমি আমাদের সকল আবদার না চাইতেই মিটিয়েছ। কিন্তু তুমি স্ট্রোক করার পর যখন রাজশাহীতে চিকিৎসার জন্য তোমাকে আনা হলো তখন তোমার আবদার মেটাতে পারিনি। তুমি চেয়েছিলে বাড়িতে চলে যেতে। অনবরত তোমার নাতনী, পশুপাখি, গাছপালার কথা ভাবতে। কতবার যে সিগারেট খেতে চেয়েছ। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ থাকায় দিতে পারিনি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমার পাশে থেকেছি। বাবা, তুমি জান তোমার দৃঢ় মনোবলের জন্য তুমি কিন্তু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলে? কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেল! চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবারো স্ট্রোক করলে। এবার তোমার কথাবলা ও শরীর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। বলতে গেলে তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে। তিনদিন পর চোখ খুললে। তবে দৃষ্টি যে পরিষ্কার না তোমার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলাম। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট স্বরে কান্না করতে। দু'চোখের পাশ গলে জল গড়িয়ে পড়তো তোমার। কত কথাই না বলতে চেয়েছ কিন্তু বুঝিনি। দেখেছি তুমি শারীরিক কত কষ্ট পেয়েছ। নল দিয়ে তরল খাবার খেতে তোমার কত না কষ্ট হয়েছে। তোমাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনার ঊর্ধ্বে তো আমরা কেউ নই।

তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো তুমি বুঝতেই পারনি। তোমার নিজ হাতে গড়া বাড়িতে মাত্র তিনদিন থাকতে পেরেছিলে। এরইমধ্যে কত মানুষজন তোমাকে দেখতে এসেছে। কারণ তুমি সবার সাথে আন্তরিক ব্যবহার করতে। ১৮ মে দুপুর ২টায় তুমি চলে গেলে। সকাল থেকে খুব কষ্ট পাচ্ছিলে। লোকজনে বাড়ি ভর্তি। তোমার মাথার নিচে টাওয়াল বিছিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তোমার দু'কাঁধে হাত দিয়ে তোমার মাথাটা একটু উঁচুতে তুলে ধরেছি। এই সময়ের মধ্যে তুমি যে নীরবে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছ বুঝতে পারিনি। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস; তোমার মৃত্যু নিশ্চিতে আমিই তোমার হাতের পাল্‌স পরীক্ষা করি। না পারছি কাউকে কিছু বলতে না পারছি কান্না করতে। ততক্ষণে সবাই বুঝে ফেলেছে তুমি আর নেই। ঘরের পিছনে চলে গেলাম। খুব জোরে কান্না করতে ইচ্ছা করছিলো। কিন্তু পারছিলাম না। মনে হলো অনেক কান্না যেন গলার কাছে এসে আটকে আছে। ঝাঁপসা চোখে বাবার হাতে লাগানো সুপারি ও মেহগনি গাছগুলোর দিকে তাকালাম। অনুভব করলাম কানের কাছে আলতোভাবে কেউ বলে গেল, দূর বোকা কাঁদবি কেন? তোকে শক্ত থাকতে হবে। পরিবারের সবাই তোর দিকে তাকিয়ে আছে রে!

বাবা তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কবরের প্রার্থনানুষ্ঠান আমাকেই যে পরিচালনা করতে হবে জানতাম। এমনভাবে ভেঙ্গে পড়বো ভাবিনি। জোরে কান্না করতে না পারলে যে কি কষ্ট সেদিন বুঝেছিলাম। সে সময় বার বার মনে পড়ছিলো, তোমাকে আর কোনদিন দেখতে ও তোমার কথা শুনতে পাবো ন। জানো বাবা, মানুষের ভীড়ে থাকলে তোমাকে মনে পড়ে না। তবে একা থাকলে অনেক মনে পড়ে। রাতে বিছানায় শুয়ে জানালা গলে রাতের আকাশের গায়ে তারাগুলো দেখলে ভাবি, কোন তারাটায় বসে বাবা আমাকে দেখছে? এখন বাড়িতে গেলে বাড়ির গেট খুলে দিতে তোমাকে আর তড়িঘড়ি করে এগিয়ে আসতে দেখবো না। ঘরে মোটরবাইক উঠানোর কাঠটা তুমি আর এগিয়ে দিবে না। নাতনীদের ডেকে কেউ বলবে না, দাদু এদিকে এসো! দিনের মধ্যে দশবারোবার আর চা-কফি বানাতে হবে না। তোমার সিগারেটের ধোয়ায় বাড়ি আর ধুমায়িত হবে না কোনদিন।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বাবা তুমি শান্তিতে থাক এই কামনা করি।

ইতি,

তোমার ছেলে

‘ধূলো পায়ে’

ছনি মজেছ

সদ্যজাত স্বাধীন বাংলার বয়স সবে চার বছর হলো, এখনও যেন সবাই মিলে জোর কদমে হাঁটতে শেখায়নি তাঁকে। শহরের সাথে বাসের যোগাযোগ নেই বল্লেই চলে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে নৌকাযোগে ৮-১০ মাইল গেলে, তবেই বাস যাতায়াতের একটা পথ ঠিক মিলবে। কিন্তু তাও বেশ দুরূহ ব্যাপার, নৌকা যোগে গ্রামীণ জনপদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের পথটাই এখন সবার কাছে পরিচিত আর সহজলভ্য। তবে যারা শহুরে বাবুদের সাথে কাজ করেন, যারা অফিস-আদালতে কাজ করেন তারা সময় বাঁচাতে রেল গাড়িটাকেই বেছে নেন। খুব ভোরে উঠে ইস্টিশনে না গেলে কলার গাড়ি ফেল করার ভয়, তা রেলগাড়িটা নরসিংদি থেকে সময় মত আসুক বা নাই আসুক রাজার রাজকীয় মর্জির অপেক্ষাতেই থাকতে হয় যাত্রীদের। বিকেলে ফিরে আসার সময়টাতেও রাজামহাশয়ের সেই একই আচরণ, ছয়টার গাড়ি কয়টায় যে এসে পৌঁছবে, সবাই থাকে তারই অপেক্ষাতে। এভাবেই গঞ্জের লোকজন শহরে আসা-যাওয়ার দৈনন্দিন পুঞ্জিকাটা মিলিয়ে চলে, শুধু সপ্তাহান্তের শনি-রবি বাদে।

শীতের সন্ধ্যা কুয়াশার চাদরে ঢেকে আছে আশ-পাশের ফসলি জমিগুলো উত্তর-পশ্চিমের মৃদু শৈত্য প্রবাহে চিকন হাড়কাপানো ঠান্ডায়, দিন শেষে সবাইকে ঘরবন্দি করে ফেলেছে; যারা কাজের প্রয়োজনে বাইরে আছে তারাও চাদরের আড়ালে নিজেদের ঢেকে নিয়েছে, পাছে হাত দুটো ঠান্ডায় জমে না যায়। দূর থেকে বাতাসের গা-ঘেষে ছোট ছোট ধাক্কায় ঝিক ঝিক শব্দ তুলে একটা বড় আলোর গোলক বহুদূর থেকে আলো ছড়িয়ে এদিকে আসছে স্টেশনে থাকা রেল অফিসের বাবুরা শরীরটাকে নেড়ে-চেড়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে, অলস পায়ে প্ল্যাটফর্মে বেড়িয়ে আসতে থাকে। এক-দু মূহূর্তের মাঝেই গোটা ইস্টিশনে যেন প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এলো, হকাররা তাদের পশরা হাতে হাক-ডাক করতে করতে ইস্টিশনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে তাদের চলমান মুখস্থ ছড়াগুলো কানে বাজতে থাকে ‘এই কলে কলে কলে’, ‘ এই বাদেম বাদেম বাদেম’; ‘এই পানি.. পানি.. পানি আরো নানা রকমের বুলি চলতে থাকে বেশ সরব হয়ে। কিছুক্ষণ বাদেই রেল রাজের রাজকীয় আগমন ঘটে একটু আগের বড় বড় হুইসেলের আওয়াজ ফেলে ভোস ভোস শব্দ তুলে, ক্লান্ত-বিধ্বস্ত লোহার বিশাল দানবটা ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে এক সময় অলস ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মের সাথে জোড়া দেয়া লোহার লাইনে দাঁড়িয়ে মাথ ানত করে থেমে যায়। মুহূর্তেই শুরু হয়ে যায় যাত্রীদের উঠা-নামা, চিৎকার-চেচামেচির দারুণ এক উৎসব; হকাররা জোর পায়ে এগিয়ে গলা ইচিয়ে পাঁচ-সাত মিনিটের বিরতির সময়টার সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যায় তারপর একসময় রেল মহারাজের প্রস্থানের পর আবার সেই অলস, নিরব, নিথর, গোবেচারা হয়ে পড়ে থাকে গঞ্জের এই ইস্টিশন।

গোলাপ বাবুর আজ বেশ তাড়া, রেলগাড়ি থেকে নেমে সোজা ইস্টিশনের ভেতর দিয়ে জোর হেঁটে বাজারের কোনায় এসে দাঁড়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, “রমজান মিয়া দুই পেকেট সুপার বিস্কুট দেও; আর দুই-চাইট্টা খোলা ধাপরার বিস্কুট দেও”। হাত বাড়িয়ে বিস্কুটের প্যাকেট ব্যাগে ভরে নিয়ে, কাগজে মোড়া খোলা ধাপরার বিস্কুট বুক পকেটে গুঁজে নিয়ে বাম হাতে কব্জিতে ঝুলে থাকা ঘড়িটাতে সময়টা দেখে নেয় ৭ টা বেজে গেছে ! আবার পা চালায় জোর কদমে অনেকটা দূর পায়ে হেঁটে যেতে হবে, তা প্রায় দু-মাইলতো হবেই, তবেই বাড়ি পৌঁছনো যাবে। সহযাত্রী যারা এসেছে তারাও তাদের খুঁচরো কেনাকাটা সেরে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে , কেউ কেউ বিড়ি ফুঁকছে; যারা বাবুদের বাসা-বাড়িতে চাকরী করেন তাদের কারো কারো হাতে সাদা শলাকা জ্বলছে বেশ তাতিয়ে তাতিয়ে টানছে। গোলাপ বাবু এসেই তাড়া দেয় “সবাই আইছেত? তাইলে এইবার হাঁটা ধরি।” কাঁচা মাটির রাস্তা উঁচু-নিচু ভাঙ্গা-চোড়া; পা-গুলো চটি সমেত অনেকখানি ধূলোর মধ্যে দেবে দেবে যাচ্ছে। হাতে ইস্টিলের দুই ব্যাটারীর জাপানি টর্চলাইট, গত সপ্তাহে যাওয়ার পথে নতুন ব্যাটারী ভাড়া হয়েছে অথচ আজ কেমন ম্লান আলো জ্বলছে। নিজেদের মাঝে সবারই কথা হচ্ছে টুকি-টাকি কিন্তু গোলাপ বাবুর মুখে কোন কথা নেই। অথচ অন্য সময় নিত্য-নতুন খবর নিয়ে তার মুখে কথা লেগেই থাকতো, এক মনে নিচের দিকে চেয়ে আলো ফেলে হেঁটে চলছে। পাশের গ্রামের কয়েকজন উৎকণ্ঠা নিয়ে কথা-বার্তা চালাচ্ছে “দেশটা স্বাধীন হইছে ঠিকই কিন্তু চুরি-ডাকাইতি বাইরা গেছে কাইলও উত্তরপাড়ার আরুইব্বা বাড়িতে ডাকাইতি হইল। থানায় খবর দিছিল আইজ সকালে, বড় দারোগায় নাকি উল্টা কইয়া দিল গেরামের লোকজন নিয়া নিজেরাই পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে অইবো। হুনছি আশে-পাশের সব গেরামেই রাইতে পাহাড়া বসাইছে, ছোট ছোট দলে ভাগ কইরা !”

গোলাপ বাবু কথাগুলো শুনছিলো ঠিকই কিন্তু তার মাথায় এক চিন্তার ভাজ একে-বেকে চেপে বসতে চাইছে জোর করে। ঘরে পোয়াতি বউ, অসুস্থ আধপাগলা বাবা, মা ঠিক আছে একই হাতে সব সামলে নেন তিনি। কিন্তু ভাইগুলোকে নিয়ে বাড়তি কিছু দায়িত্বের বোঝা বড্ড ক্লান্ত করে দেয় লেখা-পড়াও ঠিক মত করছে না মেঝোটা, বাবুর্চির কাজটা শিখে নিয়েছে। তাই তার নিজের ভাল-মন্দ নিজেই দেখতে পছন্দ করে অন্য কারো চিন্তা সে করতে নারাজ, বড্ড স্বার্থপর। সেজোটা এখনও পড়ছে, ছোটটা পড়ছে ঠিকই কিন্তু বড্ড বেয়াদপ কারো কথাই সে শুনতে চায় না। বড় একটাই বোন সেতো বিয়ের পর তেমন একটা যোগাযোগ রাখেনা কালে ভদ্রে আসে তাও বেড়াতে, আর তখন তার মাতব্বুরির সামনে কেউ আর দাঁড়ানোর সাহস পায় না। সব ছাপিয়ে আবার বউ এর কথা ভাবে, পেটে তার অনাগত ভবিষ্যৎ, বাড়ির প্রথম সন্তানের জন্ম দেবে; ভাবতেই একটা শিহরণ খেলে যায় তার গোটা শরীরে এক অজানা ভালোলাগার অনুভূতি। আবার বউটার কথা ভাবলে বড্ড চিন্তা হয়, বয়সটা কম, এসময় মনটা কত কিছু চায় ভাল-মন্দ কত কিছু খেতে দিতে হয়, কত যত্নাদ্দির দরকার অথচ কিছুই দিতে পারছেনা গোলাপ বাবু। অসহায়ের মত ভাবে, গেরস্ত বাড়ির বউত তার অনেক কাজ, অনেক কর্তব্য, নিজের জন্য কিছু ভাবতে নেই-করতে নেই বা বলা যেতে পারে সেই সময়-সুযোগ কোনটাই তার বউ ‘ফুলদানির’ নেই; এইখানটাতে গোলাপ বাবু বড় নিরুপায়। আচমকা হোঁচট খেয়ে চিন্তায় ছেদ পড়ে যাহ্! চটির ফিতাটা ছিঁড়েই গেলো! এই ঠান্ডার মাঝে ডান পায়ে দুটো আঙ্গুল ব্যথ ায় টন টন করে উঠল, দাঁত চিপে কোনরকমে ব্যথাটা হজম করার চেষ্টা অগত্যা ছেঁড়া চটি হাতে নিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে থাকে। ধূলোর গভীরে গোটা পায়ের পাতা বার বার ডুবে যাচ্ছে আবার উঠে আসছে, সামনে গ্রামের মাথায় দু-একটা হারিকেন আর ব্যাটারী টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে ‘জাগো হুশিয়ার সাবধান’ শব্দের হুংকার শীতের নিথর অন্ধকারে কুয়াশার জাল ছিঁড়ে দূরে আরও দূরে অন্য কোনো গ্রামের মধ্যে ভেসে গেলো; সেখান থেকেও আরেক দল জানান দিল ‘জাগো হুশিয়ার সাবধান! আলোর উৎসের কাছা-কাছি পৌঁছতেই চৌকিদার কাকার দরাজ গলা “কেডাগো তোমরা?” “আমরাই কাকা গোলাপে, সেন্টু আর পাশের গ্রামের হেরা!” “তোমাগ জন্যই রাস্তায় খাড়াইয়া আছি যাও বাড়িতে যাও, আমরা পাহাড়ায় আছি এইডা ক্যাডা শিকদার নাকি? আরে হইরাও আইছস দেহা যায়! যা যা তোরা আউগাইয়া যা, সামনেও তগ গেরামের লোক পাহাড়ায় আছে তবে সবাই সাবধানে থাইকো, চোখ-কান খোলা রাখবা কিছু বুঝবার পারলেই জাহুর দিবা ভয় পাইয়ো না যাও যাও।”

গ্রামের ভিতরের মেঠো পথটাতে ঢুকতেই খুব পরিচিত কিছু গন্ধ মনে করিয়ে দেয় যে, হ্যাঁ এটাই আমার গ্রাম আর এটাই আমার পৃথিবী। গোয়াল ঘরে খড়-নাড়া পোড়ানোর ভালোলাগা একটা ভেজা ভেজা কটু গন্ধ মনে করিয়ে দেয় সামনেই বলাই কাকার বাড়ি। আরো একটু এগোতেই ঘুটে পোড়ানোর হাল্কা ঝাঝাল গন্ধ নাকে এসে বারি দেয়, সাথে হুকুতে তামাক পোড়া আরেক মাতাল করা তিব্র কটু গন্ধ নাসিকা রন্ধ্রকে সড়-গড় করে দিয়ে পাশকাটিয়ে মিলিয়ে যায় এবার কানে একটু একটু করে শব্দ শোনা যাচ্ছে: হুকোর পেটের গভীরের সেই জলোচ্ছাসের গুর গুর গুর গুর স্রোতের বহমান নিনাদ! হেঁটে চলার শব্দটা টের পেয়ে যায় বলাই কাকা হুকোর গুর গুর আওয়াজটা থেমে যায়, বরাবরের মত তার স্বভাব সুলভ গম্ভীর কণ্ঠ “গোলাপরে সেন্টুরে আইয়া পরসত?” “হ.. কাকা আইয়া পরসি”! আবার হুকুতে পরম যত্নে চুমু চলতে থাকে, আবার সেই গুর গুর গুর গুর শব্দ ছোট্ট ঘরটার দেয়াল ভেদ করে বাইরে পথচারিদের জানান দিতে থাকে আমি এখনও জেগে আছি। ব্যাটারী চালিত টর্চের ম্লান আলোতে দুজন আবার হাঁটতে থাকে পা-দুটো ব্যথায় টন টন করছে, ধূলো থেকে ডুব দিয়ে ওঠা পায়ে বার কয়েক আলো

ফেলে দেখে নেয় হোঁচট খাওয়া দুটো আঙ্গুল কেমন ফুলে ফুলে আছে আবার হাঁটতে থাকে। বাড়ির কাছে আসতেই লেজ নাড়তে নাড়তে চার পায়ে ভর দিয়ে সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায়, কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করার পরও প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে যখন কোনো প্রতিউত্তর আসছে না, তখন ধৈর্যহারা হয়ে পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে সামনের দু-পা উঁচিয়ে সোজা গোলাপ বাবুর বুকের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। গোলাপ বাবু পরম স্নেহে প্রাণিটার মাথায় হাত বুলিয়ে বুক পকেটে রাখা ধাপরার বিস্কুট সামনে দিয়ে "থাম..থাম.. থাম পলিপলি এই নে নে !" মুখে চুক্ চুক্ চুক্ শব্দ করে পলির সামনে ফেলে এতক্ষণে আদুরিনী পলি শান্ত হয়; লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিস্কুটের উপর ঝাপিয়ে পড়ে আবার ফিরে তাকায় লেজ নেড়ে আবার খেতে থাকে।

দুয়ারে পা রাখতেই বুঝতে পারে প্রতিবারের মত বাড়িতে ফিরে যে বাড়িটাকে জানতো, আজ কেমন যেন একটু অন্যরকম লাগছে; বাড়িতে ফিরে এলে সবার মাঝে যে উষ্ণতা বয়ে যেত যে কৌতুহল খেলা করতো সবার মাঝে আজ যেন সেটা নেই এই উঠানে। বাড়ির কয়েকজন বয়স্ক মহিলা খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে একবার তার ঘরে ঢুকছে আবার পরক্ষণেই বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছে; একজন গরম জলের হাড়ি নিয়ে ফিরে আসছে অন্য একজন একটা হারিকেন হাতে ঘরে ঢুকে গেলো, দরজাটাও ভিড়িয়ে দিলো। মনের মাঝে অজান্তেই একটা শঙ্কা সুরসুরি খেলে চলছে একটা শীতল স্রোত শিড়দাঁড়া বেয়ে পা গলিয়ে মাটির সাথে মিশে গেলো যেন। গোলাপ বাবুর কপালে চিন্তার ভাজ পড়ে জোরে ডেকে ওঠেন "মা! মা!" কোনো সাড়া মিলছে না উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যাচ্ছে, কি এমন হলো এখানে; কেনো কেউ কিছু বলছে না! পলি গোলাপ বাবুর পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়তে থাকে, কোন আদর না পেয়ে জয়গাটাতে আড়াই পাক দিয়ে পা ঘেষে সেখানেই শুয়ে পড়ে। গোলাপ বাবুর চোখ দুটো খুঁজে ফিরছে এমন কাউকে যে, দয়া করে বলে দেবে কি হচ্ছে এখানে !! নতুন করে কিছু ভাবতেও পারছে না এই ঠান্ডার মধ্যেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, আরেকবার যেন শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত পা গলিয়ে ভাঙ্গা আঙ্গুল ঘেষে বেরিয়ে গেলো পায়ের নিচের উঠোনটাতে!

"ওয়া অ.. অ.. ওয়া " এক চিকন আওয়াজে তার কান খাড়া হয়ে ওঠে, আবার 'ওয়া.. ওয়া' এর পর আবার সব শান্ত। তার ঘরের ভেতর মহিলাদের কিছুটা আলোড়িত হওয়ার আওয়াজ আসছে, কিন্তু নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলছে না। নতুন ভেসে আসা শব্দটাকে আরেকবার শুনতে মনটা খানিকটা উদগ্রীব হয়ে রইল কিন্তু নাহ্! আর কোনো আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না; কেমন যেনো অস্বস্তিতে পড়ে যায় গোলাপবাবু। এভাবেই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন উঠোনের এক পাশে, বুকের ভেতরে হৃদ-যন্ত্রটা এই মুহূর্তে খুব বেশিই লাফা-লাফি করছে; গলাটাও কেমন যেন শুকিয়ে আসছে; কাউকে একবার ডাকবে সে সাহসও হচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে হারিকেন হাতে বাড়ির বড় কর্তী, গোপাল বাবুর 'মা' সামনে এসে দাঁড়ান আধো আলোতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুটা ম্লান হেসে, ছেলেকে জানান "তুই পোলার বাপ ইহছস তবে সময়ের আগে হইছেত তাই খুব ছোট দুর্বল খোদারে ডাকতে থাক, যেন এই যাত্রায় বাঁচাইয়া দেয়।" গোলাপবাবু সুসংবাদ আর দুঃসংবাদ একই সাথে ঠিক হজম করতে পারছিলেন না আরেকবার মায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝার চেষ্টা করলেন; মা কোনো কথা না বলে হারিকেন হাতে চলে গেলেন ঘড়ের ভেতর। গোলাপবাবু সেদিকে তাকিয়ে আছেন কানটা খোলা রেখে ভাল ভাবে শোনার আকুতি নিয়ে সেই রহস্যময় ভালোলাগা চিকন আওয়াজটার জন্য!! মনে মনে স্রষ্টাকে ডুকরে ডেকে ওঠেন 'এত বড় শাস্তি আমারে দিও না খোদা!' কুয়াশার ঘোলাটে ভাবটা ধীরে ধীরে আরো বাড়তে থাকে, হাতে ধরা ব্যাটারি টর্চটার ম্লান আলো তখনও জ্বলছে আর উঠানের অন্য প্রান্তে তার ঘরের ভিড়ানো দরজা ও জানালার ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে হারিকেনের মৃদু আলো। এদিকে উঠানের এক পাশে টর্চ হাতে ধূলোমাখা খালি পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে, স্থির হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছেন গোলাপবাবু খুব ধীর পায়ে চার দিক থেকে কুয়াশা যেন আরো ঘনিভূত হচ্ছে, দৃষ্টি সীমার সমস্ত কিছুই যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছিলো, তবুও গোলপবাবু সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে। তার নজর শুধু তার ঘরের ভিড়ানো দরজা আর জানালার ফাঁক গলে বেরিয়ে আসা হারিকেনের ম্লান আলোর ওপর; কান সজাগ যদি আর একটিবার সেই অজানা রহস্যময় শিহরণ জাগা ভালো লাগা চিকন আওয়াজটা শুনতে পাওয়া যায়!!!! ৯০

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা

THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA

(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নং ঃ সিসিসিইউএল/সেক্রেটারি/২০২৩/০১/৫০১ তারিখ : ৩০ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

২০২৩-এর জুন মাসের কালেকশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা"-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, জুন মাস আর্থিক বছরের শেষ মাস বিধায় সমিতির প্রধান কার্যালয়সহ সকল সেবাকেন্দ্র ও কালেকশন বুথসমূহ আগামী ২৭ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার পর্যন্ত কালেকশন কার্যক্রম পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অতএব, সম্মানিত সকল সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ ও দিনের মধ্যে সকল প্রকার লেনদেন সম্পন্ন করার জন্যে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ

০১। প্রেসিডেন্ট/ভাইস-প্রেসিডেন্ট/ট্রেজারার/চেয়ারম্যান-ক্রেডিট ও সুপারভাইজরি কমিটি
০২। সিইও/এডিশনাল সিইও/চিফ অফিসারবৃন্দ/সকল সেবাকেন্দ্র ও ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার/ইনচার্জ
০৩। **নোটিশ বোর্ড** – প্রধান কার্যালয় ও সেবাকেন্দ্র এবং কালেকশন বুথসমূহ/ওয়েব-সাইট।

বিজ্ঞ/১৯৪/২৩

বাবারা হার মানে না, হাল ছাড়ে না

সুইটি দেশাই

রান্না করার সময় বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। মনের মধ্যে অনেক না বলা কথা একসঙ্গে এসে ভিড় করছিল। কোন কথাটার উত্তর আগে দিব। হঠাৎ ছোট ছেলের ডাকে হুশ ফিরে এলো। হাসি দিয়ে বললাম কি হয়েছে? ও বললো, কিছু লাগবে, নিচে যাচ্ছি। না কিছু লাগবে না। ও চলে গেল। আমি আবার বাবাকে নিয়ে পরলাম। মনে হচ্ছে বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে।

বাবা আমার কাছে কি তা আমি বুঝাতে পারবো না। আমার সেই ভাষা জানা নেই। বাবার কথা বলতে গিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির কথাও চলে আসতে পারে। কোন ঘটনা থেকেই মহৎ মানুষের জন্ম আবার নতুন করে শুরু হয়। আমি ছোট ছোট কয়েকটি ঘটনার কিছু কথা সবার সাথে তুলে ধরতে চাই আজ বিশ্ব বাবা দিবসে। প্রথমেই স্যালুট জানাই বিশ্বের প্রত্যেক বাবাকে।

বাবা-কাকা, পিসিমা তিন ভাই-বোন। আর আমরা চার ভাই-বোন। দুই ভাই, দুই বোন। আমি বাবার আদরের রাজকন্যা। দীর্ঘ ১০ বছর আমি একা ছিলাম। আমার ১০ বছরের ছোট ছিল আমার ভাই। আমার যখন জন্ম হয় তখন আমার বাবা পড়াশুনা করছিল। হঠাৎ করে দাদুর চাকুরিটা চলে যায়। দাদুই ছিলো সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। সংসারে দেখা দেয় অভাব। বাবা বি.কম আর শেষ করতে পারেনি। তখন অর্থের জন্য বাবাকে ইরি জমিতে কাজ করতে হয়। ইরি জমিতে মেশিনের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা ছিল। এখনও আছে। তখন আমার বাবা মেশিন চালানোর কাজ পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। দু-বেলা দুমুঠো ভাত তুলে দিতে হবে যে সবার মুখে।

আমি আদরের রাজকন্যা, কিন্তু বাবা আমাকে ভালো কিছু দিতে পারছে না, এতে বাবা যে কি কষ্ট পেত, পরে মার কাছ থেকে শুনেছি। আমাকে একটা ফ্রক কিনে দিবে বাবার কাছে সেই পয়সাও ছিল না। একদিন বাবার একবন্ধু আমাদের বাড়িতে আসলো। আমাকে দেখতে; বাবার সেই বন্ধু আমার জন্য দুটি ফ্রক এনেছিলেন।

বাবার মুসলিম বন্ধুটি ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। বাবা সারাজীবন তার ঐ বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল তাদের ভালো সম্পর্ক।

বাবা পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে কলকাতায় চলে যায়। বাবা বাবুর্চি কাজের কিছুই জানতো না। তখন আমার নানাদাদু (মার বাবা) পেটে ভাতে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। নানু বাবাকে প্রতিদিন পাঁচটাকা করে হাত খরচ দিতেন। কয়েকমাস পরে বাবা বোম্বে চলে যায়। ওখানে গিয়েও বাবাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। তখন আরব দেশে যাওয়া সবে শুরু হয়েছে। বাবা কাজের জন্য অনেক ঘুরেছে কিন্তু কিছুই হয়ে ওঠছিলোনা। বাবাকে দিয়ে সবাই চাকুরির আবেদন পত্র পূরণ করাতো, বাবা জিজ্ঞেস করতো কোথায় যাও, কেউই কিছু বলতো না। কেউ বলেনি, ঠিক আছে তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। অন্যের আবেদন ফরম পূরণ করতে করতে নিজেই একদিন ঐ ঠিকানায় পৌঁছে যায়। নিজের চাকুরির জন্য আবেদন করে। গ্রাণ্ডম্যান কোম্পানিতে বাবার চাকুরি হয় পাঁচ হাজার টাকা বেতনে।

ঐ কোম্পানীতে তখন আমাদের দেশের অনেক লোক কাজ করতো। সব ভালো ভালো পজিশনে। আর আমার বাবা এসিসস্ট্যাণ্ড। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরে। সকালে সবাই ডিউটিতে চলে যায়। বাবা বিছানা ছেড়ে ওঠতে পারছিল না। একসময় জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় পরে ছিল। তখন ঘর পরিষ্কার করার জন্য লোক আসে এবং এসে এই অবস্থা দেখে অফিসে খবর দেয়। এরপর বাবা হাসপাতালে ভর্তি করে। বাবার অনেক বড় অপারেশন হয়। বাবার এপেন্ডিস ফেটে গিয়েছিল। উন্নত চিকিৎসার জন্য বাবা সে যাত্রায় বেঁচে যায়। এত বড় ঘটনা বাড়িতে কেউ জানে না। কারণ তখন চিঠিই ছিল একমাত্র ভরসা। বাবা সুস্থ হয়ে চিঠি দিয়ে সবকথা জানিয়েছিল। চিঠিতে এই কথা লিখেছিলেন, আমার যখন জ্ঞান ফিরে আসে সবার আগে আমার মামনির কথা মনে পরেছে; আমি যদি মরে যেতাম তাহলে কে দেখতো আমার মেয়েটাকে। ভাতের জন্য ও কার কাছে যেত। আমি ওকে অনেক বেশি ভালোবাসি। আমি পেটে গামছা বেঁধে কাজ করি। তোমাদের কারো যেন কষ্ট না হয়। কোম্পানিতে তখন সব স্টাফদের আলাদা করে সুযোগ দেয়া হয়। তিনটে বিষয় ছিল। ওখান থেকে যে কোন একটা বিষয় শিখতে পারবে। তখন আমার বাবা স্টুডিও'র কাজ শিখে এবং পড়াশুনা করে। স্টুডিও'র সবজিনিস এখনও আমাদের বাড়িতে আছে। শুধু ছবি ওয়াস করার মেশিনটা বাকি ছিল।

আমাদের গ্রামের অনেক লোক তখন একই কোম্পানীতে ছিল। আমি তাদের মুখে শুনেছি বাবার কষ্টের কথা। বাবাকে খাবারের জন্য লাইন ধরে দাঁড়াতে হতো। বাবার এই কষ্ট দেখে উনারাও কষ্ট পেতেন। উনাদের মুখ থেকে যখন বাবার সাফল্যের কথা শুনেছি আনন্দে চোখে জল এসে যেত। এরপর বাবাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বাবার বুদ্ধি এবং সাহসের কারণে বাবা কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে কাজ করেন।

বাবা প্রতিবছর ছুটিতে আসলে দাদা, ঠাকু, মা আর আমি প্লেনে করে কলকাতা যেতাম। সবকিছু ভাল মতোই চলছিল। আনন্দে ভরপুর ছিল আমাদের জীবন। বাবার কাছে সবাই ছিল খুব আদরের। কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেলে বাবা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসে এবং ৬ মাস বাড়িতেই ছিল। এরপর আবার বোম্বে এবং তারপর চাকুরি নিয়ে আবুধাবী। অনেক বছর বাবা সেখানে কাজ করে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আমার ভাইয়ের জন্ম হয়। একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি বাবাকে বাবা বলে ডাকতাম না। ৮৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বাবা যখন বাড়িতে আসে ভাইটি বাবা বলে ডাকতে শিখেছে। ওর সাথে আমিও বাবাকে বাবা বলে ডাকতে শিখলাম।

সবকিছু ঠিকমতোই চলছিল। হঠাৎ এক ঝড়ে আমাদের পরিবারের সবকিছু তছনচ হয়ে পড়ে। ২৭/৮/১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তারের ভূল চিকিৎসায় আমার ভাই মারা যায়। তখন আমাদের বাড়ির উঠানে হাঁটুর উপর পর্যন্ত জল। কবরস্থানে পানি। মিস্ত্রি কাকার তৈরি নিম কাঠের কফিনে পুত্রের মৃতদেহ তথা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বোঝা নিয়ে বাবা আমার তার প্রিয় পুত্রকে সমাধিস্থ করে কবরস্থানের উঁচু স্থানে।

বাবার আদর, পড়াশুনার প্রতি যত্ন নেয়াসহ সবদিকে খেয়াল ছিল। হোস্টেলে থাকতাম। প্রতিমাসে বাবা চিঠি লিখে নিয়মিত খোঁজ-খবর নিত। আমার ছুটি, বাবার ছুটি, মামার ছুটি সবার ছুটি একসঙ্গে মিলে বাড়িতে আসতো। আমাদের যৌথ পরিবার ছিল। সবাই একসঙ্গে ছিলাম। বাবা বই মলাট করে লাগিয়ে দিতো। আমি তখনো স্নান করে ভালো করে মাথা মুছি না, ভেজা চুলের জলে কামিজের পিছনের অংশ ভিজে যেত। বাবা তখন অনেক যত্ন করে তোয়ালে দিয়ে জলটা মুছে দিতো। দেখতে দেখতে অনেকটা সময় চলে গেল। সামনে এসএসসি পরীক্ষা। বাবা আমাকে বললো, আমার ছুটি শেষ, আমিতো চলে যাবো।

পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পাবিতো, আরেকটু চেষ্টা কর, আমার বিশ্বাস তুই পাবি। বাবাকে বললাম, বাবা আমি সেকেণ্ড ডিভিশন পাবো। তবে মোট নাম্বার ৫০০ উপরে থাকবে। এখন আফসোস করি, কেন যে তখন আরো মনোযোগী হলাম না। বাবার স্বপ্নটা পূরণ করতে পারলাম না। কলেজে ভর্তি হলাম। কলেজে ভর্তি হবার আগে বাবা আমাকে একটি কথা বলেছিল, ঢাকায় তুমি একা থাকবে, পরিবারের কেউ থাকবে না। সবসময় মনে রাখবে তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। স্বাধীনতা মানে উশৃঙ্খলা নয়। বাবার এই উপদেশ আজও মাথায় আছে আর সেই মতোই চলার চেষ্টা করি। বাবাকে নিয়ে লিখে শেষ করা যাবে না।

আবুধাবীতেই বাবার নিমুনিয়ার চিকিৎসা হয়। তবে বাবা সম্পূর্ণ চিকিৎসা না করে বাড়িতে চলে আসে। এরপর ছুটি শেষে আরো বেশ কয়েকবছর বাবা কাজ করে। শেষবার ছুটিতে এসে বাবা আর ফিরে যায়নি। তখন বাবা সবকিছু গোছানোর চেষ্টা করছিল; কিভাবে আয় করতে হবে সেই কাজে হাত দেয়। দেড় বছরের মাথায় বাবা ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়। বাবাকে আমরা কলকাতার টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি। তবে বাবা কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছিল না। অসুস্থ অবস্থায় আমরা সকলে বাবার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতাম; বাবর কিছুই হয়নি এমন ভাব করতাম। আমার ছোট ছেলেটা ছিল বাবার জীবন। ও দেখতে ভীষণ সুন্দর। অনেক সুন্দর করে দাদু বলে ডাকতো। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হবে; সন্ধ্যার সময় অনেক আত্মীয়-স্বজন বাবাকে দেখতে এসেছে কিন্তু বাবা আমাকে ডাকছে। আমি রান্না ঘর থেকে দৌড়ে ঘরে ঢুকতেই বাবা বলছে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দে, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমার মায়ের কথা মনে পরছে। বাবার মাথায় হাত বুলাচ্ছি আর কান্না করছি। একসময় বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছি আর বাবাও জড়িয়ে ধরছে। ঘরে যারা ছিল সবার চোখে জল। তখন বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, বোকা মেয়ে এভাবে কেউ কান্না করে। ছোটই রয়ে গেলি, ভাইবোনদের দায়িত্ব কে নিবে, শুনি। তোকেইতো সব করতে হবে। আমি তোকে আশীর্বাদ করি, তুই পারবি, পাহাড়ের মত অটল জামাইকে তোর সাথে রেখে গেলাম। আমি আজ তোদের সাথে ঘুমাবো। আমার কোন চিন্তা নাই।

ঠিক দুইদিন পরে বাবাকে শেষবারের মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসপাতালে যাওয়ার আগে ঘরভর্তি মানুষ, আমার দিদিমা বাবার পাশে বসে বাবাকে আদর করছে, আমার ছোট ছেলেটা পিছন থেকে দাদুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে আর বলছে দাদুকে যেতে দিবো না। ভাইটি দূরে দাঁড়িয়ে কান্না করছে। বাবা আমাকে বলছে, আমার মাথায় তেল দিয়ে দে, চুল ঠিক করে দে। তখন আমার দিদিমা মাথায় তেল দিয়ে দিলো, আমি চুল ঠিক করে দিলাম। ছোট বোনটাকে বললাম, বাবাকে জল দে, তিন ভাই-বোন মিলি বাবাকে জল খাওয়ালাম। আমাদের বাড়িটা রাস্তা থেকে একটু ভেতরে থাকায় হেঁটে যাওয়ার মতো রাস্তা ছিলনা। কয়েকজন মিলে বাবাকে কোলে করে নিয়ে গাড়িতে উঠালো। বাড়ির সীমানাটা শেষ হওয়ার আগে বাবা শেষবারের মতো ফিরে তাকালো।

বাবার সাথে ফোনে শেষ কথা। আমাদের মোবাইল ফোনটা হাসপাতালে থাকায় দোকানে গিয়ে ফোন করতে হতো। ফোনে মার সাথে কথা হলো। বললো, মা কারো কথায় ভয় পাবি না আর দরকারী কথা বলে ফোন রেখে দিবি। বাবার সাথে কথা বলতে বললো। বাবা কেমন আছো জানতে চাইলে বাবা উত্তর দিলো, আমি ভাল আছি, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসবো। তোর কথা শুনবো। আর যখন ছেলেদের পড়াবি তখন ওদের একদম মারবি না। ওরা পড়াশুনায় অনেক ভাল, একদিন অনেক নাম করবে। পুকুরে অনেক জল তাই ঘাটের কাছে যেতে দিবিনা। সাবধানে থাকবি, ঠিক আছে, রাখছি বলে রেখে দিলো। বাড়ি ফিরে এলাম।

যাকে পাসপোর্ট ও ভিসা করতে দিয়েছিলাম সন্ধ্যেবেলায় এসে দিয়ে গেল। শুধু প্লেনের টিকিট কাটা বাকি। পরেরদিন প্রায়শ্চিত্তকালের প্রথম শুক্রবার। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করলাম। ক্রেডিটে যাব রেডি হচ্ছি। বাড়ির নামা থেকে আমাকে ডাকাডাকি করছে। আমি বাড়ির সামনের দিকে যেতেই দেখি আমাদের গরুটা জমিতেই খুঁটি দিয়ে বাঁধা আছে কিন্তু কাজের ছেলেটা কোথাও নেই। গরুটা এমনভাবে লাফাচ্ছে যে কেউ কাছে যেতে সাহস করছিলনা। গির্জায় বারটার ঘন্টা পরছিল। তখন আমি গিয়ে রশিটা খুলে দিলাম। গরুটা দৌড় দিয়ে সোজা চকে চলে গেল। বাড়িতে ফিরে আসলাম। দেখি আমার এক মেশু আমাদের বাড়িতে। দুপুরবেলা মেশু আমাদের ঘরে না ঢুকে কাকার ঘরে গেল। কাকীর কান্নার সুর পেলাম। তখন আর বুঝার বাকি রইলো না আমার বাবা আর নেই। আমি জ্ঞান হারাই। আমি কত সময় ঐভাবে পরেছিলাম জানি না। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখি বাড়ি ভর্তি মানুষ।

আমার বাবাই আমার প্রিয় প্রাণের মানুষ। বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমার বাবা ছিলো সুবিবেচক, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমান, সাহসী, স্পষ্টভাষী, বিচক্ষণ। একটা মানুষের মধ্যে যতগুলো গুন থাকা দরকার আমার বাবার মধ্যে ছিল। হালচাষ করা থেকে হাইকোর্ট সবই জানা ছিল বাবার। অনেকেই আসতো বাবার পরামর্শ নিতে ও সমস্যা সমাধানের জন্য। বাবাকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি কত সহজে এসব সমস্যার সমাধান করতে। একপক্ষের কথা শুনে কোনদিন কোন সমাধান করার চেষ্টা করেননি। দুইপক্ষের কথা শুনতেন তারপর সমাধান করতেন। বাবা আমাকেও সেই শিক্ষা দিয়েছেন। কোন ঘটনা ঘটার আগে যদি জানতে পার, খারাপ কিছু হবে তাহলে তুমি তাকে আগেই সাবধান করো; পরে না। পরে যদি কর তাতে ভালো কিছু হবে না। বোকারা তোমাকে বাহ্বা দিবে কিন্তু বিবেকের কাছে তুমি হেরে যাবে। উপজেলা, জেলা, এলাকা, বিদেশে বাবার অনেক সুনাম অনেক পরিচিতি। যখন কেউ বলে, তোমার বাবা একজন ডাকসাইডের মানুষ ছিলেন, অন্যায়ের সাথে কখনো আপোস করেননি। তখন গর্বে আমার বুকটা ভরে উঠে। তাই আমার বাবাই আমার হিরো, আমার সুপার ম্যান।

আজ কোন কিছুর অভাব নেই। বাড়িতে এখন আর ভালো লাগে না। কাকা নেই, তুমি নেই আপনজনেরা সবাই আমাদেও ছেড়ে চলে গেলে। এতো দুঃখের মধ্যে আরো বেশি কষ্ট পাই একথা স্মরণ করে যে, বাবা, তুমি আমাদের সবার জন্মদিন, বিভিন্ন বার্ষিকী স্মরণ করে শুভেচ্ছা দিতো, আনন্দ করতো। আর আমরা কোনদিন তার জন্মদিন জানতেই পারিনি। তাই তো এখন তার মৃত্যুদিবসকেই স্মরণ করে স্মৃতি হাতরাই। বাবা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছো আর আমাদের আশীর্বাদ করছো। আশীর্বাদ করো যেন তোমার মতো ন্যায় ও সত্যের পথে চলি আর অসত্যের কাছে হার না মানি॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

প্রকৃতিতে গ্রীষ্মের বর্ণিল ফুল

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

ষড়ঋতুর প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম। এই ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের বর্ণিল ফুলে রঙিন হয়ে ওঠে প্রকৃতি। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপ ও দহনজ্বালা উপেক্ষা করে শাখায় শাখায় বিকশিত হতে থাকে নানান ধরনের চোখ ধাঁধানো ফুলের সৌন্দর্য। এই ঋতুতে বেশি সংখ্যক উঁচু গাছে ফুল ফুটে। শুধু তা-ই নয়, ফুলগুলোর স্থায়িত্বও হয় অনেক দিনের। আমাদের দেশে ফুলের কথা উঠলে আগে আসে ঋতুরাজ বসন্তের কথা। কিন্তু গ্রীষ্মেও ফোটে নানা রঙের বাহারি ফুল। গ্রীষ্মের তপ্ত রোদে চারদিক যখন খাঁ খাঁ করে সেই প্রচণ্ড দাবদাহে কিছুটা হলেও প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় এসব ফুল। গ্রীষ্মের সৌন্দর্য বাড়াতে গাছে গাছে শোভা পায় টুকটুকে লাল কৃষ্ণচূড়া, স্বর্ণাভ হলুদ সোনালু এবং বেগুনি রঙের মনোমুগ্ধকর জারুল। পাশাপাশি স্বর্ণচাঁপা, ভাঁট, গন্ধরাজ, উদয়পদ্ম, গুলাচি, মে ফ্লাওয়ার, বেলি, লিলি, হিমচাঁপা, জিনিয়া, হাসনাহেনা, রাধাচূড়া, কুরচি, কাঠগোলাপ, ডুলিচাঁপা, নাগেশ্বর, হিজল, লাল ঝুমকো লতা ইত্যাদি বিভিন্ন রঙিন ফুল শোভা পায় প্রকৃতিজুড়ে। গ্রীষ্মের এমন খরতাপেও প্রকৃতির এই রঙিন রূপ আমাদের দিয়ে যায় এক পশলা প্রশান্তি। গরমের এই সময়ে কিছু ফুলের নান্দনিকতায় চোখ জুড়িয়ে যায়। গ্রীষ্মের চোখ জুড়ানো বর্ণিল ফুল বাঙালি মনকে নাড়া দেয় খুব গভীরভাবে। এসব নয়নাভিরাম ফুল নিয়ে কত কবিতা, কত না গান রচনা হয়েছে। কবিগুরু লিখেছেন, 'ফুলের মতন আপনি ফোটাও গান, হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান। ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি, আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি।'

কৃষ্ণচূড়া: বাংলাদেশের প্রকৃতিতে শিমুল মানেই বসন্ত। তেমনই গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণচূড়া। সবুজ সবুজ চিকন পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল লাল কৃষ্ণচূড়া ফুটে থাকে। এমন মনকাড়া রূপ দেখলেই যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। মন নেচে ওঠে আনন্দে। কৃষ্ণচূড়া গ্রীষ্মের অতি পরিচিত একটি ফুল। আমাদের দেশে দুই ধরনের কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটতে দেখা যায়। একটি আগুনের মতো উজ্জ্বল লাল অন্যটি লাল হলদেটে। তবে লাল কৃষ্ণচূড়ার প্রাচুর্যতাই বেশি চোখে পড়ে। লাল হলদেটে কৃষ্ণচূড়াকে অনেকে রাধাচূড়া বলে থাকে। রাধাচূড়া ফুলে মূলত লাল ও হলুদের সংমিশ্রণ দেখা যায়। আরেকটা প্রজাতি আছে, নাম কনকচূড়া। তবে কনকচূড়া ফুল সম্পূর্ণ রূপে হলুদ হয়ে থাকে। কনকচূড়া ফুল তেমন একটা চোখে পড়ে না। ধারণা করা হয় হিন্দু পুরাণের রাধা ও কৃষ্ণের নামানুসারে বৃক্ষ দুটির নাম হয়েছে কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়া। বাংলা কাব্য, সাহিত্য, সংগীত ও বিভিন্ন উপমায় কৃষ্ণচূড়া ফুলের কথা ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে।

সোনালু: গ্রীষ্মের খরতাপে প্রকৃতিতে প্রাণের সজীবতা নিয়ে যেসব ফুল ফোটে তার মধ্যে সোনালু উল্লেখযোগ্য। সোনাঝরা রঙে ফোটে সোনালু ফুল। ঝাড়বাতির মতো ঝুলে থাকা এ ফুলগুলো চারপাশ আলোকিত করে রাখে। যেন প্রকৃতির হলুদবরণ চলছে। বৈশাখী হাওয়ার পরশে হলুদে ছাওয়া ঝুমকার থে াকাগুলো দুলতে থাকে কানের দুলের মতো। আর হলুদ বর্ণ সৌন্দর্য মাতোয়ারা করে রাখে আশপাশ। ফুলের এমন শোভার কারণেই এ ফুলের ইংরেজি নাম গোল্ডেন শাওয়ার। গ্রীষ্মের বাতাসে হলুদ সোনালু ফুলের দোলা প্রকৃতিতে সৃষ্টি করে এক অন্য রকম আবহ। গ্রীষ্মের ফুল হিসেবে সোনালু ফুল এক কথায় অনন্য। প্রতি বছর গ্রীষ্মে হলুদ পরী হয়ে আমাদের মাঝে হাজির হয় সোনালু ফুল। সোনালু গাছ আমাদের দেশে ঔষধি গাছ হিসেবেও বেশ পরিচিত। এ গাছকে বান্দর লাঠি গাছও বলা হয়ে থাকে।

জারুল: গ্রীষ্মের তাবদাহে চোখ ধাঁধানো বেগুনি রঙের বিচ্ছুরণ নিয়ে প্রকৃতিতে নিজের আগমনের কথা জানান দেয় জারুল ফুল। বেগুনি রঙে রঙিন জারুল ফুল। এর দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য মোহিত করে রাখে। গ্রীষ্মের ফুল হিসেবে জারুল অতুলনীয়। চমৎকার বেগুনি রাঙানো এ জারুল ফুল মনের গহিনে জাগ্রত করে অন্যরকম ভালোলাগা। যেন মন ছুঁয়ে যায়।

প্রকৃতিতে গ্রীষ্মের রকমারি ফুলের সমারোহে ভরে উঠেছে। ফুলের রূপে মন হয় মাতোয়ারা। আর বাতাসে ফুলের সৌরভে মন মাতোয়ারা। সূর্যের দাপটকে চোখরাঙিয়ে সবুজ পাতার মাঝে ফুটে আছে হরেকরকম ফুল। যেমন, কাঠ গোলাপ ফুলটি গোলাপের মতো নয়, আবার কাঠের সাথেও সে ধরনের কোনো সম্পর্ক নেই। তারপরও ফুলটির নাম কাঠ গোলাপ। চারপাশ জুড়ে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে মনে মাদকতা তৈরি করে রাখতে কাঠ গোলাপ ফুলের জুড়ি নেই। আর বেলী ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যায় না। তাই তো কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখেছেন, 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই' শব্দগুলো যেন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপের মানুষের অস্থিরতায় স্বস্তি দিয়ে যায়। গাছের ডালের মাথায় থোকায় থোকায় সাদা রঙের বড় বড় দোলনচাঁপা। আবার নয়নতারা ফুলগুলো দেখতে বেশ অদ্ভূত। পয়সার মতো গোলাকার। নাগেশ্বর বা নাগকেমর ফুল যে শুধু দেখতেই সুন্দর, এমন নয়। বরং বেশ সুগন্ধিও রয়েছে। প্রকৃতিতে ফুলের এ সৌন্দর্য অবলোকন করে, কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের এ চরণ মনে পড়ে যায়। 'পুষ্প পুষ্প ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, গুঞ্জরিয়া আসে অলি কুঞ্জে কুঞ্জে ধেয়ে, তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।' অন্যদিকে রক্তরাঙ্গা হিজল ফুল গাছের নিচে ঝড়ে পড়ে সৃষ্টি করে এক দৃষ্টিনন্দন পুষ্পশয্যা। এছাড়াও গোলাপ, মল্লিকা, হাসনাহেনা, মালতি ফুল তাদের সুবাস ও কামনীয়তায় নিজেদের মেলে গ্রীষ্মকে করেছে আরো রূপবতী। জীবনের ব্যস্ততার ফাঁকে এমন অসংখ্য ফুলের স্বর্গরাজ্য যেন এক চিলতে প্রশান্তির দোলা দেয় মানবজীবনে। প্রকৃতির এই লীলাখেলায় রূপের গ্রীষ্মকাল সবটুকু রঙ-রূপ উজাড় করে, নেচে-গেয়ে মাতায় ফুলের সমারোহে। আর লালচে গোলাপি ও সাদার সংমিশ্রণে লাল সোনাইল পেখম মেলে প্রশান্তি ছড়ায়। রৌদ্রতপ্ত গ্রীষ্মদিনের অবসাদকে দূরে ঠেলে মানব মনে সতেজতা ফিরিয়ে আনতে প্রতিবছরই এমন মনোমুগ্ধকর আয়োজন করে প্রকৃতি। নানা বর্ণে-গন্ধে মাতিয়ে রাখে চারপাশ। উষ্ণ ঋতুর রুদ্র-কোমল এমন বৈপরীত্যের কাছে ঋতুরাজও যেন হার মেনে যায়।

সত্যিই গ্রীষ্মেও বর্ণিল ফুল অনিন্দ্য সুন্দর। এই ফুলগুলো আমাদের গ্রীষ্মকে অনেক বেশি ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। কাগজে-কলমে বসন্ত ঋতুরাজ হলেও মূলত পুষ্প উৎসবের ঋতু গ্রীষ্মকালকে বলা যায়। এ মৌসুমে গাছে গাছে চটকদারি রঙের যে উন্মাদনা তা অন্য ঋতুতে প্রায় অনুপস্থিত। সত্যিই গ্রীষ্মের পুষ্পবীথির রঙ এতই আবেদনময়ী যে চোখ ফেরানো যায় না। মানুষ মাত্রই সৌন্দর্যের পূজারী। আর সেটা যদি হয় ফুলের সৌন্দর্যের; তাহলে তো কথাই নেই। মানুষের জীবনের সাথে মিশে আছে ফুলের সৌরভ। একেক ঋতু প্রকৃতিতে নিয়ে আসে একেক রকমের বারতা। ঘটতে থাকে রূপ বদলের পালা। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের এই অপার সৌন্দর্যের মাঝে অমিয় সুধা ঢেলে দেয় বিভিন্ন ধরনের পুষ্পরাজি। আমাদের আবহাওয়া, জলবায়ু ও মাটি নানা প্রজাতির ফুলের জন্য বিশেষ উপযোগী। সারা বছরই গাছে গাছে চোখজুড়ানো ফুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। এসব ফুল শুধু যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাই নয়; বেশ সুশোভিত হয়। গ্রীষ্মের তাবদাহের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতা করে পথে প্রান্তরে ফুটছে গ্রীষ্মের ফুল। যেন গ্রীষ্মকালে প্রকৃতির কোলজুড়ে ফুলের মেলা। মনের অবসাদ দূর করে দিয়ে প্রকৃতি যেন নিপুণ হাতে তুলে ধরেছে একান্ত আপন মনে।

তথ্যসূত্র

১. *https://www.prothomalo.com*
২. *https://samakal.com*
৩. *https://www.dailynayadiganta.com*

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অজানা নয় শরণার্থীদের আর্তনাদ

রোমান মারচেল্লো বাড়ৈ

পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন: পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন *(আদি: ১:২৭)*। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত পক্ষে ন্যায্যতা কি? আমাদের মানুষের কাছে ঈশ্বর ন্যায্যতা বিষয়ে কি প্রত্যাশা করেন? পবিত্র বাইবেলে তো প্রকাশ করাই আছে- "হে মানুষ যা মঙ্গলকর এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে, শুধু তুমি সদাচরণ করবে, দয়া মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে" *(মিখা: ৬:৮)*। একটু কি ভেবে দেখেছি? ঈশ্বরের বাক্য আমাদের এ জগতে কি বিস্তার লাভ করেছে? আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কতটুকু সময় ঈশ্বরকে ডাকার জন্য ব্যয় করেছি? বাইবেলের আলোকে জীবন যাপন করে কতটুকু ভালবেসেছি আমাদের ভাই মানুষদের? সত্যি এসব নিয়ে আমাদের চিন্তার বিষয়, এসব নিয়ে ভাবনার বিষয়। নৈতিক বাধ্যবাধকতা শুধু দেশের নাগরিক বিশেষের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়। যারা কর্তৃপক্ষীয় বা ক্ষমতার আসনে আসীন, তাদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রবক্তা যেরেমিয়া তাঁর আমলের শাসকদের এই নৈতিক বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন: "ভিনদেশী, অনাথ ও বিধবাদের প্রতি, অন্যকথায় সমাজে যারা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও ক্ষমতাহীন তাদের সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে।

কোথায় আমরা মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে সচেষ্ট হয়েছি?

পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাইয়া আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। বিখ্যাত এই গানের সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী আব্দুল লতিফ এই গান করে বর্তমানে বাস্তব ভিত্তিক ও দেহ তাত্ত্বিক পরিবেশ তুলে ধরেছেন। এই গানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন, এই জগতের মোহ মায়ার জীবনটাকে সপে দিলাম। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলাম না ঐশসত্তার সাথে। মানুষ জগতের মধ্যে থেকে নিজেদের এমন ভাবে গড়ে তোলে যেখানে প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে লাঞ্ছিত করে অবহেলিত মানুষদের ।

ধরা যাক ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ঘটে যাওয়া মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গা শরনার্থী বা উদ্বাস্তুদের কথা। ২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী দ্বারা শুরু হওয়া গণহত্যা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে আশ্রয় নেয় বাংলাদেশে। বিগত তিন শতক ধরে মায়ানমারের সরকারের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য পালিয়ে আসে বাংলাদেশে। উদ্বাস্তু বা শরণার্থীর কথা মনে পরলে ভেসে আগে সেই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ঘটে যাওয়া কালো অধ্যায়ের ইতিহাস। আমরাও ছিলাম শরণার্থী। তাই অতীত ভুলে না গিয়ে মায়া মমতার দ্বারা আবৃত করেছি রোহিঙ্গা ভাই বোনদের। মায়ানমার থেকে আগত সেই সমস্ত ভাই বোনেরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া অসহায়ত্বের মাঝে শান্তি ও জীবনের দিশা খুঁজে পাবার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে বিশ্বের দরবারে। তারাও তো সাবলম্বী ছিল তাদের পারিবারিক জীবনে। কিন্তু পরিস্থিতিই মানুষকে স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। শুধুমাত্র কি রোহিঙ্গারাই উদ্বাস্তু বা শরণার্থী? নাকি আমাদের আশে পাশের পরিবেশের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাবো, হাজারো ভাইবোনদের ভিটে মাটি ছাড়া বেঁচে থাকার আর্তনাদ। একটু- লক্ষ্য করলে দেখবো, নিজেদের মধ্যে অশান্তিতে থাকার কারণে অনেক মানুষ আশ্রয় নেয় নদীর তীরে ছোট্ট কুটিরে, আর না হয় সরকারী কর্মকর্তাদের তৈরী করে দেওয়া গুচ্ছগ্রামে। তাদের মধ্যে অব্যক্ত আর্তনাদে পরিবেশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠেছে। তারা হয়তো স্থান নিয়ে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ত্যাগ করে জঞ্জালময় জীবনে। শুধু দেশ ত্যাগ করলেই উদ্বাস্তু হয়ে যায় না। আমার মত লেখকের জীবনেও লুকিয়ে আছে হাজারো উদ্বাস্তুদের মত ঘটনা। আচ্ছা আমরা যদি সত্যি মনুষ্য জাতি হতাম তাহলে কেন এত প্রতিবেশির মাঝে ঝগড়া, অশান্তি? কেন জায়গা জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব? আমরা যদি মনুষ্য জাতি হতাম তাহলে কেনইবা ঘটছে সিরিয়ার ভয়াবহ যুদ্ধ, ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে দাঙ্গামা? কেন নিত্যদিন হাজারও মানুষের আর্তনাদ, অসহায়ত্বের মধ্যে রশিয়া ইউক্রেনদের যুদ্ধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছে? কেনইবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোহে পরে আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠছে? করোনা নামক মহামারিতে লক্ষ কোটি মৃত মানুষের স্বজনের আহাজারির প্রত্যক্ষ-সাক্ষী হতে হচ্ছে? তাহলে কি সত্যিই ঐ সিরিয়ার সেই তিন বছরের ছেলেটি ঈশ্বরকে সব বলে দিয়েছে? বোমায় ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে মরে যাবার আগে যে বলেছিল "আমি ঈশ্বরকে সব বলে দিব"।

তাহলে সে কি বলে দিয়েছে আমাদের পৈশাচিকতার কথা? বলে দিয়েছে কি আমাদের লোভ-লালসার কথা? আমাদের অসভ্যতার কথা? আমাদের নির্যাতনের কথা? আমাদের স্থান নিয়ে প্রতিযোগিতার কথা? তাহলে সেই তিন বছরের শিশুটি কি বলে দিয়েছে আমাদের নারী-পুরুষের বৈষম্যের কথা? বলে দিয়েছে কি বিকৃত মানুষের আবির্ভাবের কথা? উঁচু উঁচু চার দেয়ালে বন্দি কারাগারে প্রতিভা বিকাশ করতে না পারা অসহায় সন্তানের কথা? সে যদি ঈশ্বরকে এসব বলেই থাকে তাহলে মানুষের মাঝে ঈশ্বরের শাস্তি নেমে আসতে আর বেশি দেরি নেই! কিন্তু আমরা অসভ্য-বর্বর জাতি, আমরা আমাদের হস্ত উর্দ্ধে তুলেধরে তুড়ি বাজিয়ে বৃদ্ধ আঙ্গুল দেখিয়ে বলে থাকি "ঈশ্বর তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে এজগতে পাঠিয়েছিলে তাঁকে আমরা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছি, তুমি আমাদের এখন কিই-বা করতে পারবে? আমরা মানুষ এতটাই নিকৃষ্ট জগতে চলে গিয়েছি যে, আপন পিতা-মাতাকে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে আসি, পুত্রের হাতে পিতা খুন, কন্যার হাতে মাতা খুন, সত্যি অবাক লাগে কবে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের অহমিকার কথা, কবে বুঝতে পারবো আমাদের পাপময়তার কথা? আমাদের জাগতিক ভোগ বিলাসিতার কারণে আমরা আমাদের অন্তরের পশুত্বটাকে দিনে দিনে আরো বাড়িয়ে তুলেছি। আমরা ভুলেই গিয়েছি জ্ঞান বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিমতো মানুষ হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষের রয়েছে সুচিন্তার অধিকার, বিনা বিচারে আটক না থাকার স্বাধীনতা, ধর্মকর্মের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার। ঈশ্বরের সৃষ্টি সকল ফল-ফলাদি ভোগ করার অধিকার, আরো রয়েছে বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার, কাজ ও ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির অধিকার। তবে কেন মানুষের বোধশক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে? এখনো সময় আছে, আমাদের পাপের পথ থেকে ফিরে আসার। ঐ নরকের আগুনে সারা শরীর নিক্ষিপ্ত হবার চেয়ে বরং একটি অংশ উপড়ে ফেলাই শ্রেয়। আমরা আমাদের ব্যঞ্জনাময় জীবন থেকে যদি একটু নম্রচিত্তে জীবন নিয়ে চিন্তা করি তাহলে সত্যিই আমরা আমাদের বিবেক দ্বারা গঠিত অন্তরের আর্তনাদ শুনতে পারবো। কারন আমাদের পাশবিক দেহের শক্তির কারণে অন্তরের চিৎকার শুনতে পাই না। আমরা এমন এক সমাজে বসবাস করি যেখানে সমাজ চিৎকার, শব্দ, দলাদলি, আঘাত ও রক্ত নিয়ে খেলতে পছন্দ করে।

আমাদেরকে অনেক সময় জীবনের তাগিদে, বেঁচে থাকার তাড়নায় শরণার্থী হতে হয়। কাজের সন্ধানে বিভিন্ন ভাবে অন্যান্য দেশে গিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন? যখন কোন শরনার্থী আমাদের শরনাপন্ন হয় তখন তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? মনে রাখতে হবে আমারা এই পৃথিবীর অতিথি। কেউই চিরস্থায়ী নয়। আমরাও একধরনের শরণার্থী বা উদ্বাস্তু। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা একই স্রষ্টার সৃষ্টি, সকলেই ভাইবোন। কেউ সাহায্য পেতে চাইলে আমরা যেন আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। আমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা দিয়েই শরণার্থী/উদ্বাস্তু, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে দাড়াই।

তা না হলে বোমা হামলায় আক্রান্ত তিন বছরের সিরীয় শিশুটির আর্তনাদে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অগ্নির মত অভিশাপ নেমে আসবে। শিশুটি যদি ঈশ্বরকে সব বলেই থাকে তাহলে আর দেরি নয় এখনই আমাদের অনুতাপ করার সময়, এখনই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময়, উদ্বাস্তু মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময়। যদি আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসহায়দের দিকে দৃষ্টি না দেই তাহলে হয়ত আমাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ হতে পারে কারণ স্বর্গীয় পিতার দৃষ্টিতে কিছুই অজানা নয়, আমরা সকলেই তার সন্তান। তিনি যেমন আমাদের ভালোবাসেন আমারাও যেন পরস্পরকে ভালোবাসি॥

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

অসীম বেনেডিক্ট পামার

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী অপুষ্টি, ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া এবং তাপের চাপে অতিরিক্ত ২৫০০০০ মৃত্যু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভোগ ও বিনিয়োগ, কৃষি উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস, আর্থ-সামাজিক দুর্বলতার মধ্যে পরিবারের আন্তঃস্থায়ী বাণিজ্য বন্ধকে প্রভাবিত করবে।

জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক এবং পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাব বর্তমান জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের বা মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলি ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা সহ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য কারণে অসম খরচ বহন করে।

বৈশ্বিক কার্বন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং অভিযোজন প্রচেষ্টা সমন্বয় করা প্রয়োজন। প্রশমন এবং অভিযোজন নীতিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুবিধাগুলি দেখা যায়। উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সংহতি নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয় রোধ করা অপরিহার্য।

২০১২ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, দ্রুত ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যেমন উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নিম্ন স্তরের উন্নয়ন এবং স্থিতিস্থাপকতা এবং নিম্ন প্রাতিষ্ঠানিক গুণমাণ জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে অক্ষম বলে মনে করা হয়। তাপমাত্রার ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি টেকসই উন্নয়নে মাথাপিছু জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ০.৮৪ থেকে ১.৫২ শতাংশে হ্রাস করে।

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ খরচ আপেক্ষিক ব্যবহার বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। জীবিকার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির প্রতিফলন উন্নয়নের ব্যবধান বাড়ায়। জিডিপিতে কৃষি মূল্য সংযোজনের অংশ শিল্প মূল্য সংযোজনের ব্যয় বৃদ্ধি করে। কৃষি উৎপাদন হ্রাস খাদ্য সমস্যাকে শক্তিশালী করে তোলে।

নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে বেশি ভাগ দিতে হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের জীবিকার চাহিদা মেটাতে খাদ্য উৎপাদনে সীমিত সম্পদ রয়েছে। জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ, অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে কোনো দেশের জন্য উন্নয়নের ফাঁদ তৈরি করে জীবনযাত্রার মানকে ব্যাহত করে। কম স্থিতিস্থাপকতা এবং উচ্চ আর্থ-সামাজিক দুর্বলতার কারণে নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলিও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়॥

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

বিচিত্র এক ব্রিটিশ আইন

ব্রিটিশ রাজ্যে কোন বাঙালি যদি পুলিশের কোন কাজে চাকুরি করার জন্য মেধাতালিকায় সফল হতো তারপরও চাকুরী হতো না। কোন ভারতীয় ডেপুটি (বর্তমানে ডিসি) কালেক্টর অথবা সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতায় টিকে গেলেও যদি তার নামে কোন জমি, সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর না থাকতো তাহলে তাঁকে বাদ দেওয়া হত। তার চাকুরি হতো না কারণ সে ভূমিহীন বলে। হয়তো অন্যের জমিতে বাস বা আশ্রিত বলে গণ্য হতো। এই আইনটি সেই ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসছে। লাল পাগড়ির পুলিশ বলে কথা।

আঠারোগ্রামের পুরান বান্দুরার গ্রেগোরি গমেজ ব্রিটিশ রাজ্যে আইএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ম্যাজিস্ট্রেট হতে পেরেছিলেন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বসবাস করতেন কোলকাতায়। গ্রামের বাড়ীতে বাবা দাদার ভিটা ছাড়া কিছুই ছিল না। ঠিক হলো ব্রিটিশ পরিদর্শক সাথে লাল পাগড়ী, তাঁর গ্রামের বাড়ীতে যেটা তার স্থায়ী ঠিকানা তা কতটুকু আছে তা তারা দেখতে আসবেন। মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন। মাতব্বরগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে মাত্র ২১ দিনে শুড়কি দিয়ে লম্বা একটি ঘর তৈরি করেছিলেন। তা দেখে লাল পাগড়ীর পুলিশ সন্তুষ্ট হয়ে ভালো রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেগরীর চাকরি হয়। এখনো সেই শুরকির একতলা ভবনটি তার ভিটায় সাক্ষী দিচ্ছে। এক বিচিত্র এই ব্রিটিশ আইন। এর জন্য পুলিশ বিভাগের মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। আসপিয়া বেগম কিন্তু তারও চাকরি হয়নি।

কারণ তিনি ভূমিহীন অন্যের জমিতে বাস করতেন। আরো বিচিত্র যে এই আইনটি এ যুগে আমাদের দেশে টিকে আছে। কতশত আইন বিশারদ, সংসদ সদস্য এখন দেশে বর্তমান। তা সত্তেও এই কোন আইন গণতন্ত্রকে লাথি মেরে এখনো দেশে বিদ্যমান।

ব্রিটিশরা ভূমিহীনদের ক্রিমিনাল মনে করত। এর আগে সিলেটের চা বাগানের কয়েকজন চাকুরী প্রার্থী পুলিশের যোগ দিতে পারেন নাই। স্বাধীন পাকিস্তানে কৃষক জমি পেয়েছে, কিন্তু জেলে, তাঁতী তেলিসহ জনসংখ্যার বিরাট একাংশ কৃষক ছিলেন না তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছেন।

একই কারণে সাঁওতাল, মুন্ডা, গারো, হাজংসহ যারা সামাজিক মালিকানায় তারা চাকুরী পেতেন না। ফকির, সন্ন্যাসীরাও জমির মালিক ছিলেন না পুলিশ আইনে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী বেনাগরিক।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আসামিরা কোন চাকুরী পাবেন, তবে আপামর জনগণ আইনটি রোহিত না হওয়া পর্যন্ত চাকুরী তাদের জন্য দুরাশা। উপনিবেশিক আইনটি ছিল ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য। পাকিস্তান হলো, এখন বঙ্গদেশ হয়েছে। ব্রিটিশ চলে গেল ব্রিটিশদের অনায্য আইনটি রয়ে গেল।

এই অমানবিক আইনটি কবে রহিত হবে?

১২ ভাই

বেঞ্জামিন গমেজ

অনেক দিন আগের কথা। পাড়া গায়ে বসবাস করত এক কৃষক পরিবার। এটা অনেক বড় পরিবার।

একটি গ্রামের অর্ধেকই তাদের বাড়ী। বাবা-মায়ের ১২ জনই ছেলে সন্তান। প্রত্যেকে বিভেন্ন মাসে জন্ম গ্রহণ করার কারণে বাব-মা শখ করে সন্তানদের নাম রেখেছে: বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

১০০ বিঘা জমির মালিক এই পরিবার। কৃষি ও পশু পালনই তাদের জীবিকার মাধ্যম। এ ছাড়াও আরও আছে গবাদি পশু ও হাস মুরগির খামার ও মাছ চাষ করার জন্য পুকুর। নিজ পরিবারের লোকেরাই সব কিছু দেখাশোনা করে থাকে। আছে ফুল ও ফলের বাগান। বৃহত্তম পরিবার হলেও কাজের পরিধি অনুযায়ী লোকবল কম।

তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল অতি নগণ্য। তাই লেখা পড়ার কথা কেউ ভাবত না। লোক সংখ্যাও ছিল কম। কেউ অভাব অনুভব করত না। ১২ ভাই নিজেদের জমিতেই কঠোর পরিশ্রম করত। উৎপাদিত শস্য ছিল প্রচুর, তাই বাড়তি অংশ গরীব দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করত। একবার ৩ জন ভিক্ষুক এল এই ধনী কৃষকের বাড়ীতে। ৩ জনেরই ছিল ৩ টি বস্তা। বস্তা ৩ টির ধারণ ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ৪০ কেজি, ৩০ কেজি এবং ২০ কেজি। কৃষক পরিবারের প্রধান ৩ জনের বস্তা পরিপূর্ণ করে দিল। ৩য় কৃষক অর্থাৎ ২০ কেজি যে পেল সে দেখল যে সে সবচেয়ে কম পেল আর অন্য ২ জন অনেক বেশি পরিমাণ পেল। তখন সে রেগে গেল এবং কৃষককে গালি দিতে লাগল। তখন কৃষক সেই ৩য় ভিক্ষুকের কাঁধে হাত রেখে বলল, ভাই তুমি অন্যদের দিকে না তাকিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, তোমার ধারণ ক্ষমতা কতটুকু! তোমার বস্তা পরিপূর্ণ। যতটুকু তোমার ধারণ ক্ষমতা তুমি ততটুকু পেয়েছ। তোমার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি কর, ঈশ্বরই তোমার ধারণ ক্ষমতা পরিপূর্ণ করে দিবেন।

ধনী, দানশীল ও সুখী পরিবার এই কৃষক পরিবার। একবার এক বরষায় অনেক পানি হল। ফসলের জমি ডুবে গেল। কাজকর্ম কমে গেল। ১২ ভাই সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে, তাই একবার তারা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত একটি বড় নৌকা অর্থাৎ গয়না নৌকা ভাড়া করে দূরে কোন বনের ধারে বেড়াতে যাবে।

খাওয়ার বাজেট করা হল, বিছানাসহ দরকারি জিনিষ সংগ্রহ করা হল। একদিন গয়না ভাড়া করে সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করল। নৌকা ভ্রমন এক আনন্দদায়ক ভ্রমন। গল্প করতে করতে এক সময় সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। নৌকা চালানো মাঝির পেশা। দক্ষতার সাথে মাঝি ভোর রাতে নির্দিষ্ট একটি ঘাটে নৌকা থামালো। ঘাটের পাশেই বন, অনেক রকমের গাছপালা, মাঝে মাঝে ফুলের গাছ। অনেক রকমের পাখির ডাক। মাঝি সকলকে ডেকে উঠাল। সকলেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। নদীর ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে, নৌকায় নাস্তা সেরে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যন্য দরকারি জিনিষপত্র নিয়ে বনের ভিতর চলে গেল। বনের ভিতরে কোথাও অনেক গাছপালা, কোথাও খোলামেলা জায়গা, কোথাও হালকা পাতলা গাচপালা। রান্না করার জন্য উপযুক্ত জায়গা বেছে নিল। সকলে মিলেমিশে রান্না করল, কেউ গান শুনাল, কেউ হাসি তামাসা করল। দেখত দেখতেই রান্নার কাজ শেষ হল। সকলে মিলে নদীতে গোসল করে আনন্দ উপভোগ করল। অতপর একত্রে আহার করে সকলেপরিতৃপ্ত হল। এক সময় বড় ভাই 'বৈশাখ' সকলের উদ্দেশে বলল বনের সুন্দর রূপ উপভোগ করার জন্য আমরা এদিক সেদিক ঘুরে দেখি। কিন্তু সকলকে সন্ধার আগেই এখানে হাজির হতে হবে এবং সব জিনিষপত্র নিয়ে নৌকায় উঠব। সকলেই বনের ভিতরে ঘুরে দেখল এবং নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করল।

সকলেই সন্ধার আগে জিনিষপত্র নিয়ে নৌকায় উঠল। তখন ছোট ভাই 'চৈত্র' বলল, আচ্ছা, আমরাতো ১২ ভাই। গুনে দেখি আমারা ১২ জন আছি কিনা ! সে গুনে দেখল এবং বলল আমরা ১১ ভাই। এরপর একে একে সকলেই গুনল কিন্তু সকলেরই একই ফলাফল ১১ ভাই। তখন সব ভাইয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। তখন মাঝি তাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কাঁদছ কেন? কি হইছে? তখন তারা বলল, আমরা ১২ ভাই ছিলাম, এখন গুনে দেখি ১১ ভাই। আমাদের ১ ভাই হারিয়ে গেছে। মাঝি চুপ থেকে চোখ বুলিয়ে দেখল, ওরা ১২ ভাই ঠিকই আছে।

মাঝি এবার বলল, আমার সামনে তোমরা গুনে দখ, তোমরা কতজন। একে একে সকলেই গুনল, কিন্তু ফলাফল সেই একই, ওরা ১১ জন। মাঝি দেখল প্রত্যেকেই গুনল কিন্তু সকলেই নিজেকে বাদ দিয়ে গুনল।

মাঝি খুব চতুর, তাই সে বলল, আমি যদি হারানো ভাইকে বের করে দিতে পারি, তোমরা আমাকে কি দিবে? তারা হারানো ভাইকে ফিরে পাওয়ার আশ্বাস পেল। তাই তারা বলে উঠল, আমাদের কাছে যত টাকা পয়সা সবই তোমাকে দিব। চতুর মাঝী টাকার সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাইল না। মাঝি বলল, চল আমরা আবার বনে যাই হারানো ভাইকে খুঁজে বের করি। সকলে বনের সেই খোলামেলা জাগায় ফিরে এল। মাঝি তাদেরকে এক লাইনে দাঁড় করালো আর বলল এই খোলামেলা জায়গায় চারিদিকে ৩ পাক ঘুরে আসবে। আর সারাক্ষণ বলতে থাকবে, "আমাদের হারানো ভাই তুমি ফিরে এস।" ৩ পাক শেষে মাঝি বলল, আমার শিখানো দোয়ায় কাজ হয়েছে। এবার সকলে এক লাইন করে নৌকার কাছে দাঁড়াও। মাঝি লাইনের সামনে গিয়ে বলল, এবার আমি তোমাদের ১২ ভাইকে দেখাব। মাঝি লাইনের প্রথম জনের চুলের মুঠি ধরে নৌকায় উঠিয়ে দিল আর চিৎকার করে বলল 'এক'। এবার দ্বিতীয় জনের চুলের মুঠি ধরে নৌকায় উঠিয়ে দিল আর চিৎকার করে বলল 'দুই'। পর্যায়ক্রমে সকলেরই চুলের মুঠি ধরে নৌকায় উঠিয়ে দিল এবং ১২ ভাইকে দেখাল। ফলে মাঝি অনেক টাকা পেয়ে মনের আনন্দে মুচকী হাসতে লাগল। ১২ ভাইও হারানো ভাইকে ফিরে পেয়ে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে চলল॥

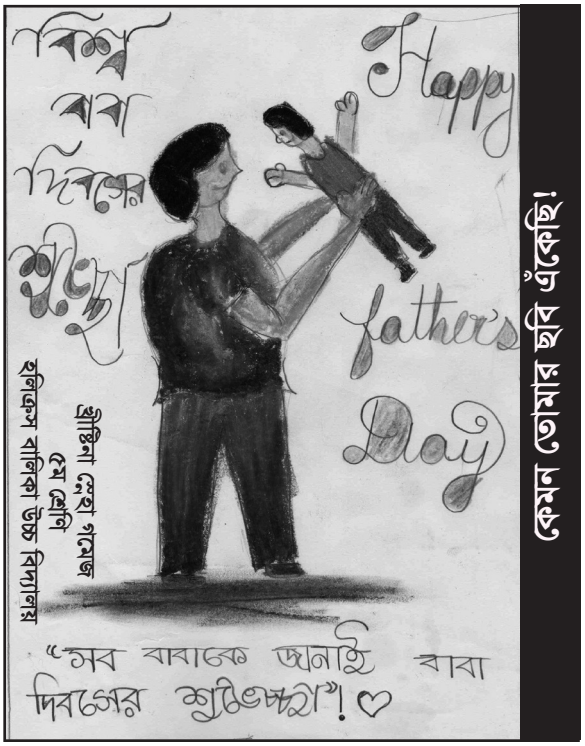

সেন্ট যোসেফস্ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ধরেন্ডা - এর শিক্ষক মিলনায়তন উদ্বোধন, বিজ্ঞান মেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

হিমেল থিওটোনিয়াস রোজারিও ▯ বিগত ১০ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে উৎসব মুখর পরিবেশে সেন্ট যোসেফস্ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ধরেন্ডা-তে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৪ তম বিজ্ঞান মেলা এবং নব নির্মিত শিক্ষক মিলনায়তনের শুভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ, ওএমআই। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, পাল-পুরোহিত, ধরেন্ডা ধর্মপল্লী, মোঃ শহিদুল হক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সাভার, জ্যোতি এফ গমেজ, সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাদার আলবাট টমাস রোজারিও।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিবৃন্দকে বরণ করে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। এরপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন তিন ধর্মের তিনজন ছাত্র-ছাত্রী। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দকে পুষ্প স্তবক প্রদান করে শুভেচ্ছা জানান সভাপতি ও অধ্যক্ষ, একই সাথে শিক্ষিকাবৃন্দ অনান্য অতিথিদের ব্যাজ পড়িয়ে বরণ করে নেন। অধ্যক্ষ তার স্বাগত বক্তব্যে আর্চবিশপ মহোদয়কে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করায় তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সেই সাথে তিনি অন্যান্য অতিথিদের শুভেচ্ছা-স্বাগত জানিয়ে অদ্যকার অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই তার বক্তব্যে বাংলাদেশে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অবদান এবং দেশ পরিচালনায় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অনেকেই মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা অর্জন করে সে আদর্শে আলোকিত মানুষ হয়ে উঠেছেন সে কথা ব্যক্ত করেন। তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার মধ্যদিয়ে আলোর সন্তান হয়ে ওঠার আহ্বান জানান।

অতঃপর ফিতাকাটা এবং ফলক উন্মোচনের মধ্যদিয়ে নব নির্মিত ত্রিতল শিক্ষক মিলনায়তন ও ২৪তম বিজ্ঞান মেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন, আর্চবিশপ মহোদয়। এরপর সভাপতি, অধ্যক্ষ প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিদেরকে নিয়ে বিজ্ঞান মেলার স্টল পরিদর্শন করেন।

১১ মে সকালে আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতার পরপরই ২৪তম বিজ্ঞান মেলায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এরপর সেন্ট যোসেফস্ হাই স্কুল এন্ড কলেজে সুদীর্ঘ ৩৮ বছর শিক্ষকতা পেশায় সেবাদান শেষে সরকারি বিধি মোতাবেক অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আলী আকবর মিয়া-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়॥

ভাওয়াল আঞ্চলিক শিশুমঙ্গল এনিমেটর ট্রেনিং কর্মশালা-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার মেরী তৃষিতা ▯ ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ-এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় "শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক গঠনে এনিমেটরদের ভূমিকা"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ৯ - ১০ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার ও শনিবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে দু'দিন ব্যাপি ভাওয়াল আঞ্চলিক শিশুমঙ্গল এনিমেটর ট্রেনিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের শুরুতেই ছিল রেজিস্ট্রেশন ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া এবং কমিটির সদস্য ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই। উপদেশে ফাদার মিল্টন সিনডাল মণ্ডলীর উপর অত্যন্ত সুন্দরভাবে সহভাগিতা করেন। সবাইকে তিনি একসাথে পথ চলতে উৎসাহিত করেন। খ্রিস্টযাগের পর সিস্টার মেরী তৃষিতা, এসএমআরএ- এর পরিচালনায় এনিমেটরগণ বাণী প্রচারধর্মী শ্লোগান দিয়ে হলরুমে প্রবেশ করলে পরে এনিমেটর মিসেস ডায়না এবং প্রতিভা রোজারিও-এর উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে সবাইকে বরণ করে নেয়া হয়। একইসাথে স্বাগতিক ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর কর্মশালার মূল বক্তা সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা, এসএমআরএ "ধর্মশিক্ষক হিসেবে শিশুমঙ্গল এনিমেটরদের দায়িত্ব ও করণীয়" সম্পর্কে তার বক্তব্য মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। টিফিন বিরতির পর এনিমেটরদের ৯টি দলে ভাগ করে দলীয় কাজ দেয়া হয়। মধ্যাহ্ন বিরতীর পর ধর্মশিক্ষক ও নৈতিকতার শিক্ষক হিসেবে শিশুমঙ্গল এনিমেটরগণ কীভাবে নিজেদের গড়ে তুলবেন সে বিষয়ের উপর সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। এরপর ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহভাগিতা করেন। তন্মধ্যে একটি বিষয় ছিল রবিবার দিন কীভাবে শিশুদের গির্জায় আনা

যায়। এ বিষয়ে এনিমেটরগণকে তিনি আরো সক্রিয় ও আন্তরিক হতে বলেন। অতঃপর সিস্টার মেরী তৃষিতা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ২য় দিনের শুরুতেই ছিল সকালের খাবার ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহা ধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া এবং ফাদার তপন ব্লেইস রোজারিও। উপদেশে ফাদার তপন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর অত্যন্ত সুন্দরভাবে সহভাগিতা করেন। এরপর দিনের মূল বক্তা সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা "সংস্কারীয় জীবন গঠনে শিশুমঙ্গল এনিমেটরদের ভূমিকা" সম্পর্কে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। টিফিন বিরতিব পর সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা "শিশু সুরক্ষা নীতি জ্ঞান অর্জন ও পালন" এ বিষয়ের উপর তার সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজন ও স্বল্প বিরতির পর "ধর্মশিক্ষক ও নৈতিকতার শিক্ষক হিসেবে শিশুমঙ্গল এনিমেটরদের আচরণবিধি "- এবিষয়ের উপর সিস্টার তার দৃষ্টান্তমূলক বাস্তবধর্মী সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। এরপর এনিমেটরদের ৯টি দলে ভাগ করে দলীয় কাজ দেয়া হয়।

দুইদিন ব্যাপি কর্মশালার সমাপ্তি লগ্নে শ্রদ্ধেয় ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র পিএমএস কমিটির পক্ষ্য থেকে "বাইবেলের আলোকে বর্ণমালা শিক্ষা" বইটি অংশগ্রহণকারী সবাইকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন এবং তার ধন্যবাদের বাণীর মধ্য দিয়েই দুদিন ব্যাপি ট্রেনিং কর্মশালার শুভ সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ৯০ জন এনিমেটর, ১০জন সিস্টার এবং ৫জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

এসএসসি পরীক্ষাত্তোর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স, রাজশাহী

অংগিতা রীতা ক্রুশ ▯ গত ৫-১০ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে ধর্মপ্রদেশের আভে মারীয়া ক্যাথলিক গির্জা, গুল্টাতে ১৬৯ জন এবং যিশু গুরু পালকীয় সেবাকেন্দ্র, চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীতে ১১৮ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে এসএসসি পরীক্ষাত্তোর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়।

এই গঠন প্রশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল যুবক-যুবতীরা যেন সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এ বছর এসএসসি পরীক্ষাত্তোর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণের মূলসুর ছিল " মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন"। প্রতিটি প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করা হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এবং শেষ হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ এবং সার্টিফিকেট বিতরণের মধ্যদিয়ে।

এবারের প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ফাদার এবং প্রফেসরগণ তাদের জীবনের আলোকে বিভিন্ন বিষয় সহভাগিতা করেন। যেমন :পবিত্র বাইবেল, মাণ্ডলিক আইন, প্রজনন স্বাস্থ্য, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ইত্যাদি। উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সাধু- সাধ্বীর জীবনীভিত্তিক নাটিকা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ফাদার, সিস্টার, ব্রাদারগণ তাদের জীবনাহ্বান সহভাগিতা করেন। যাতে করে অংশগ্রহণকারীরা তাদের জীবন আহ্বান নির্ধারণ করার সুযোগ পায় এবং সবশেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ, সার্টিফিকেট বিতরণ এবং পুরস্কার বিতরণের মধ্যদিয়ে এসএসসি পরীক্ষাত্তোর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ ২০২৩ এর পরিসমাপ্তি হয়॥

বানিয়ারচর ক্যাথলিক চার্চে বোমা হামলা এবং সুনীল গমেজ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে "স্মরণ সভা এবং আলোর মিছিল" কর্মসূচি

স্বপনরোজারিও ▯ ২০০১ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর ক্যাথলিক চার্চে বোমা হামলা এবং ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে নাটোরের বনপাড়ায় সুনীল গমেজ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে এবং বিচারের দাবীতে ৩ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় এক "স্মরণ সভা এবং আলোর মিছিল" কর্মসূচির আয়োজন করে।

এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও'র এতে সভাপতিত্ব করেন। এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়ার সঞ্চালনায় কর্মসূচীতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সেক্রেটারি সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিন্দ্র কুমার নাথ, বিসিএ'র যুগ্ম মহাসচিব জেমস সুব্রত হাজরা, বিসিএ -এর কেন্দ্রীয় কমিটির যুব বিষয়ক সম্পাদক এবং ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি মাইকেল জন গমেজ, বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব লুতফর রহমান পলাশ, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান মহিলা ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি শিশিলিয়া রোজারিও, বিসিএ সাংস্কৃতিক শাখার সভাপতি পল্লব গমেজ, বাগাছাস -এর সভাপতি হিমেল সুপ্ত আজিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিজয় ম্যানুয়েল প্যারিজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং রাঙ্গামাটিয়া বিসিএ শাখার সভাপতি গাব্রিয়েল সুনীল কস্তা, গাজীপুর মহানগর বিসিএ -এর সাবেক সভাপতি মুকুল বিশ্বাস, সিস্টার রেভা ভেরনিকা ডি' কস্তা, মকসুদপুর বিসিএ শাখার সদস্য এড. কনিকা মন্ডল, তেলেগু কমিউনিটির প্রতিনিধি এ যোসেফ দাস, বিসিএ ভাসানিয়া শাখার সভাপতি বিনয় রোজারিও, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ওয়াইএমসি -এর প্রেসিডেন্ট জনি হিউবার্ট রোজারিও, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ওয়াইএমসিএর সেক্রেটারি জেনারেল নিপুন সাংমা, উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এড. প্রভাত টুডু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগঠনের সাবেক সভাপতি সুশীল কিস্কু, বিসিএ সাংস্কৃতিক কমিটির সম্পাদক করবী জয়ধর, বনানী শাখা বিসিএ -এর সভাপতি পিটার রতন কোড়াইয়া, বিসিএ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মলয় নাথ, বিসিএ কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য ভিক্টর রে, গুলশান বিসিএ এর সেক্রেটারি এলিয়াস পিন্টু কস্তা, গুলশান বিসিএ -এর সহ সাধারণ সম্পাদক শিপন রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর প্রত্যেক রাংসা, নিরাপদ হালদার, সুপারভাইজর কমিটির সদস্য পঙ্কজ লরেন্স কস্তাসহ সারাদেশের বিসিএ এর বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কর্মসূচীতে বক্তাগণ এই মর্মান্তিক ঘটনার বিচার না হওয়ায় এবং চার্চশীট দাখিল না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বক্তাগণ এই নৃসংশ হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করেন এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

উল্লেখ্য যে, ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন, সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে, গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানাধীন বানিয়ারচর ক্যাথলিক চার্চে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ চলাকালীন সময়ে বোমা হামলায় ১০ জন নিরীহ খ্রিস্টভক্ত নিহত ও ২৬ জন গুরুতর আহত হয়। জঘন্য এ বোমা হামলায় সেদিন যারা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন-মাইকেল মল্লিক, মনমথ শিকদার, পিতর সাহা, অমর বিশ্বাস, বিনোদ দাশ, জ্যোতিষ বিশ্বাস, সুমন হালদার, ঝিন্টু মন্ডল, রড্রিক যেত্রা ও সঞ্জিবন বাড়ৈ॥

ফ্ল্যাট বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি! ফ্ল্যাট বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি!! ফ্ল্যাট বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি!!!

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণীত তফসীলকৃত ফ্ল্যাট বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফ্ল্যাটের বিবরণঃ
জেলাঃ ঢাকা, থানাঃ তেজগাঁও, মৌজাঃ তেজতুরী বাজার
খতিয়ানঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং-৯৩০,
দাগঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং-১২০২
জমির পরিমাণ ঃ ৯৬.৭০ অযুতাংশ ভূমি ও তদস্থিত ৭ তলা বাড়ীর ৪র্থ তলার দক্ষিণ পার্শ্বের ১৮০০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট গ্যারেজসহ।

ফ্ল্যাটের বিবরণঃ
জেলা ঃ ঢাকা, থানাঃ তেজগাঁও, মৌজাঃ তেজতুরী বাজার
খতিয়ান ঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং-৯৫২ + ৯৩০,
দাগঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং-৪৫১ + ১২০২
জমির পরিমাণ ঃ ০০৪৫.৬ এবং ৯৬.৭০ অযুতাংশ ভূমি ও তদস্থিত ৬ তলা বাড়ীর ২য় তলার ৯০০ + ১৮০০ বর্গফুট আয়তনের 'এ-১'ফ্ল্যাট গ্যারেজসহ।

ফ্ল্যাটের বিবরণঃ
জেলাঃ ঢাকা, থানাঃ মিরপুর, মৌজাঃ পাইকপাড়া
খতিয়ান ঃ আর এস- ৩২৩ দাগঃ আর এস১৪১৪
ফ্ল্যাট পরিমাণঃ ০৪৫২অযুতাংশ ভূমিসহ ১৬৪০ বর্গফুট।

ফ্ল্যাটের বিবরণঃ
জেলা ঃ ঢাকা, থানাঃ তেজগাঁও, মৌজাঃ তেজতুরীবাজার
খতিয়ানঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং- ৩৯৩,
দাগঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং- ২৪৩২
জমির পরিমাণঃ ০০৭৬.৭৫ অযুতাংশ ভূমি ও তদস্থিত ৫ তলা বাড়ীর ২য় তলার ১২০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট যার সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং নংঃ ৪৭/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, ঢাকা-১২১৫।

ফ্ল্যাটের বিবরণঃ
জেলা ঃ ঢাকা, থানাঃ ঃ গুলশান, মৌজাঃ মহাখালী
খতিয়ান ঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং-১৮৩১
দাগঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং-৪৯৩৫
জমির পরিমাণ ঃ ২৫.৭৮ অযুতাংশ ভূমি সাথে দ্বিতীয় তলার পূর্ব পার্শ্বের ৬৭৬ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট।

ফ্ল্যাটের বিবরণঃ
জেলা ঃ ঢাকা, থানাঃ ঃ তেজগাঁও মৌজাঃ তেজতুরী বাজার
খতিয়ান ঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং- ২৮২
দাগঃ ঢাকা সিটি জরীপ নং-২১৫৪
জমির পরিমাণ ঃ ২৫.৬ অযুতাংশ ভূমি সাথে ৭৭৫ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট

ফ্ল্যাটের বিবরণঃ
জেলা ঃ ঢাকা, থানা : কাফরুল, মৌজা : কাফরুল
খতিয়ান: ঢাকা সিটি জরিপ নং - ৩১০৭
দাগ: ঢাকা সিটি জরিপ নং -৪০৩৫
জমির পরিমাণ : ৬৮.৩৬ অযুতাংশ
ভূমি সাথে ১২৬৫+১০০০ =২২৬৫
বর্গফুট আয়তনে ২টি ফ্ল্যাট

যোগাযোগের ঠিকানা
আইন বিভাগ (৫ম তলা)
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ,
ঢাকা, রেভাঃ ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ভবন,
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও,
ঢাকা-১২১৫। টেলিফোন নম্বরঃ- ০১৬৭৭৮১০০০৪,
৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫০২৭৬, ৫৮১৫৩৩১৬

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

বিপ্র/১৯৫/২৩

জমি বিক্রয়! জমি বিক্রয়!! জমি বিক্রয়!!!

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণীত তফসীলকৃত জমি বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জমির বিবরণঃ

জেলাঃ গাজীপুর, থানাঃ কালীগঞ্জ, ইউনিয়নঃ নাগরী, মৌজাঃ ধনুন, খতিয়ানঃ আর.এস. নং-২১, দাগ নংঃ আর.এস. নং-৩৪৩, ৩৪৫
জমির পরিমাণঃ ৬০.৩৪ শতাংশ
জেলাঃ গাজীপুর, থানাঃ কালীগঞ্জ, মৌজাঃ বর্তুলটেক।
খতিয়ানঃ আর.এস. নং- ৪৬, দাগঃ আর.এস. নং-৫১১
জমির পরিমাণঃ ৬.৩৫ শতাংশ ভূমি।

জমির বিবরণঃ

জেলা- ঢাকা, থানা ও সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস- সাভার, মৌজা- কমলাপুর
খতিয়ান নং- সাবেক- ৮৩, এস.এ- ১৪০, আর.এস- ৪২
দাগ নং- সি.এস ও এস.এ- ৬৫, আর.এস- ১০২
জমির পরিমান- ৩০.৫০

জেলা- ঢাকা, থানা- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস- গুলশান, মৌজা- জোয়ার সাহারা
খতিয়ান নং- সি.এস- ২৭৮, এস.এ- ৬৪৭, আর.এস- ১১, ঢাকা সিটি জরিপ- ১২৭৭৯
দাগ নং- সি.এস ও এস.এ- ৬৬৮, ৬৬৯, আর.এস- ৮২৮, ৮৩০, ঢাকা সিটি জরিপ- ৪৩৩০১, জমির পরিমান- ৮.৫৫

জমির বিবরণঃ

জেলাঃ গাজীপুর, থানাঃঃ টঙ্গী, মৌজাঃ পাগাড়
খতিয়ানঃ আর. এস. নং- ১২৯, ৫৯, ৫৯, ৫৯
দাগঃ আর.এস. নং-৫৮৫, ৪৭২,৪৭৩, ৪৭২,৪৭৩,৪৭২,৪৭৩
জমির পরিমাণঃ
১০.৯৫+৮.২৫+৮৭.১২+৫৮.৭৫=১৬৫.০৭ শতাংশ।

জমির বিবরণঃ

জেলাঃ ঢাকা, থানাঃ কেরাণীগঞ্জ, মৌজাঃ বেউতা
খতিয়ানঃ আর.এস. নং-৩১৩,
দাগঃ আর.এস. নং-৪০৬
জমির পরিমাণঃ ১৩ শতাংশ।

জমির বিবরণঃ

জেলা ঃ গাজীপুর, থানাঃ ঃ কালীগঞ্জ, মৌজাঃ চুয়ারিয়াখোলা
খতিয়ান ঃ আর. এস. নং- ৩০৯
দাগঃ আর.এস. নং-১০৮২
জমির পরিমাণঃ ২০ শতাংশ।

জমির বিবরণঃ

জেলা ঃ গাজীপুর, থানাঃ ঃ টঙ্গী, মৌজাঃ বাগদী
খতিয়ান ঃ আর. এস. নং-২৫
দাগঃ আর.এস. নং-৬৬
জমির পরিমাণ ঃ ১৩ শতাংশ।

জমির বিবরণঃ

জেলাঃ গাজীপুর, থানাঃ পূবাইল, মৌজাঃ নন্দীবাড়ী
খতিয়ানঃ আর. এস. নং-২২০
দাগঃ আর.এস. নং-৮৩৬
জমির পরিমাণঃ ৫ শতাংশ।

যোগাযোগের ঠিকানা

আইন বিভাগ (৫ম তলা)
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ,
ঢাকা, রেভাঃ ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ভবন,
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। টেলিফোন নম্বরঃ ০১৬-৭৭৮১০০০৪, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫০২৭৬, ৫৮১৫৩৩১৬

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

সুখবর ! সুখবর !! সুখবর !!!

☛ আপনি কি আপনার ব্যক্তিগত কিংবা প্রতিষ্ঠানের কোন ডকুমেন্টারী নির্মাণ করতে চান?
☛ আপনি কি কোন পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করতে চান?
☛ আপনি কি কোন গানের এ্যালবাম বের করতে চান?

তাহলে দেরী কেন, আজই আসুন ঐতিহ্যবাহী ডিজিটাল স্টুডিও বাণীদীপ্তিতে –

❖ সুবৃহৎ স্টুডিও (গান, নাটক, বিজ্ঞাপনের স্যুটিং করার জন্য)
❖ রয়েছে সর্বাধুনিক ক্যামেরা
❖ আছে দক্ষ ক্যামেরাম্যান
❖ আছে অভিজ্ঞ শব্দগ্রাহক প্যানেল
❖ রয়েছে সমৃদ্ধ এডিটিং প্যানেল ও এডিটর।

বাণীদীপ্তির ধর্মীয় গানের সিডি ও ভিডিওগুলো আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের একান্ত সহায়ক।

ঘরে বসে গানগুলো দেখতে ও শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন
আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বাণীদীপ্তি মিডিয়া
www.youtube.com/BanideeptiMedia

আজই যোগাযোগ করুন -
বাণীদীপ্তি, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ , লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন: ০১৭৭৬৫৮২০১৫
E-Mail: banideepticcc7@gmail.com

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়। আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের। এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা। তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ২১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 21
Regd. No. DA-33
❖ 18 - 24 June, 2023, ৪ - ১০ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

রমনা (ঢাকা) আর্চবিশপ ভবনের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব (১৯২৩ - ২০২৩)

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য একটা বিশেষ আশীর্বাদের বছর। কারণ এ বছর রমনা আর্চবিশপ ভবন স্থাপনের একশত বর্ষপূর্তি আগামী ১৭ ও ১৮ নভেম্বর, শুক্রবার ও শনিবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রমনা আর্চবিশপ ভবনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে মূল বিষয় হিসেবে নেওয়া হয়েছে, "ঢাকায় খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যদানে স্থাপত্য উৎসব"। শতবর্ষের এই জয়ন্তী উৎসবকে সফল ও আনন্দময় করে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ঐতিহ্য, গৌরব ও সাফল্যের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও করুণার কথা স্মরণ করে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের সদয় উপস্থিতি আমাদের জয়ন্তী উৎসবকে আরো অনেক বেশি সার্থক, অর্থপূর্ণ ও আনন্দময় করে তুলবে।

দেশে-বিদেশে আমাদের যে সকল শুভানুধ্যায়ী ভাইবোনেরা আছেন, এই জয়ন্তী উৎসব আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা।

শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

১৭ নভেম্বর, শুক্রবার, প্রথম দিন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

- শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ
- চা বিরতি
- জুবিলী র‍্যালি (রমনা থেকে শিল্পকলা একাডেমী হয়ে আবার রমনায় ফিরে আসা)
- স্টল উদ্বোধন ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী
- দুপুরের আহার বিরতি
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (৪টি অঞ্চল ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক)

১৮ নভেম্বর, শনিবার, দ্বিতীয় দিন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

- শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান
- চা বিরতি
- শতবর্ষের স্মৃতিচারণ
- বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন
- দুপুরের আহার বিরতি
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাপ্তি

ধন্যবাদান্তে–

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ, ওএমআই
চেয়ারম্যান, কেন্দ্রিয় সমন্বয় কমিটি

ফাদার আলবার্ট রোজারিও
আহ্বায়ক, কেন্দ্রিয় সমন্বয় কমিটি

ফাদার সুব্রত বি গমেজ
সেক্রেটারী, কেন্দ্রিয় সমন্বয় কমিটি

বিজ্ঞ/১৯২/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org